গায়ন হৃদকুমদ।

অর্থাৎ

নানাবিধ রাগ রাগিণী তাল মান সম্মিলিত
পূর্ব্বক বহুবিধ ভক্তিরস ও কাব্য
রস সঙ্ঘটিত গান।

প্রকাশিলাম বহু কষ্টে করে সঙ্কলন।
দোষ যদি থাকে সবে করিবে মার্জ্জন॥

শ্রীবংশীধর শর্ম্মণঃ কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

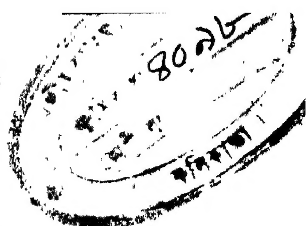
কলিকাতা

শ্রীগৌরীচরণ পালের হরিহর যন্ত্রে মুদ্রিত।
চিৎপুর রোড্ বটতলা ১১৮ নং ভবন।
সন ১২৭৬ সাল।

শ্রীগৌরীচরণ পালের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র।





অথ গণেশ বন্দনা।

দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার বিঘ্ন বিনাশন। লম্বোদর বিঘ্ন হর বিশ্বাদি কারণ॥ পুরুষ প্রধান তুমি ব্যক্ত ত্রিভুবন। ত্বংহি পূর্ণব্রহ্ম আদ্যাশক্তির নন্দন॥ সর্ব্ব দেব অগ্রে প্রভু তোমার অর্চ্চন। সর্ব্ব সিদ্ধি যাত্রাকালে করিলে স্মরণ॥ অকিঞ্চন আকিঞ্চন করহ পূরণ। দ্বিজ বংশীধরে করে চরণে স্মরণ॥

অথ সূর্য্য বন্দনা।

প্রভাকর কর মম তিমির বিনাশ। যে রূপে দীপ্তিতে জগদন্ধকার নাশ॥ এই ভিক্ষা করি প্রভু পূরাও প্রয়াস। রচিয়া গায়ন হৃদকুমদ প্রকাশ॥

অথ শিব বন্দনা।

কটাক্ষেতে মোক্ষদাতা ত্বংহি সদাশিব। তারক ব্রহ্ম [illegible] নিস্তার সর্ব্ব জীব॥ যক্ষ রক্ষ ঋক্ষ পশু পক্ষ [illegible]। তব তত্ত্ব ধ্যানে মত্ত ভূচর খেচর॥ কার সাধ্য [illegible] তুমি হে অনাদ্য। বর্ণিতে মহিমা সীমা আমার [illegible] দুরাত্মা পাপাত্মা অহং গতি মতি হীন। নিস্তার হে [illegible]তি দেখে অতি দীন॥

অথ নারায়ণ বন্দনা।

বন্দ নারায়ণ, পরম কারণ, বৈকুণ্ঠ বামন হরি। ত্রিজগৎ সার, ত্বংহি সারাৎসার, ভবনদী পারে তরী ॥ ত্বংহি বিশ্ব আদ্য, ত্রিদেব আরাধ্য, অসাধ্য সাধন তুমি। শিব পদ্মাসন, যাতে ভ্রান্ত হন, কিবা অন্ত পাব আমি ॥

অথ ভুবনেশ্বরী বন্দনা।

কর যোড় করি, নমামি শঙ্করি, অম্বিকে ভুবনেশ্বরী। আশুতোষ জয়া, দেহ পদছায়া, আছি দয়া বাঞ্ছা করি ॥ অং নিরাশ্রয়, কম্পিত হৃদয়, তপন-তনয়ে ডরি। আছি আশা করে, ভবসিন্ধু পারে, অভয় চরণ তরী ॥

অথ লক্ষ্মী বন্দনা।

অজিতবল্লভা লক্ষ্মী সুবর্ণ বরণী। অচিন্তা অব্যক্তা তুমি ব্রহ্ম সনাতনী ॥ ত্বংহি বিশ্বারাধ্য আদ্য অনন্ত রূপিনী। ভক্তের মানস পূর্ণ কর গো জননি ॥

অথ গুরু বন্দনা।

শ্রীগুরু চরণারবিন্দ মকরন্দ পানে। মন মধুকর মত্ত হও প্রাণ পনে ॥ মায়াজালে মত্ত আছ সংসার বন্ধনে। গুরু পদ কল্পতরু ভাবনারে মনে। কাল প্রাপ্ত হবে যখন ঘেরিবে শমনে। তখন বলরে মন তরিবে কেমনে। অতএব উপায় চিন্তা করহ যতনে। দীন হীন ক্ষীণ দ্বিজ বংশীধর ভণে ॥

বাজনার বোল।

ধ্রুপদের বোল ও চৌতাল।

ধেনে ধেন্তা খিটি থুন্না তেত্তা খিটি গেদেনা [illegible] তাকুট থুন্না তাক্ ধেলাতা গৃদিনা ধেলাং ধেলাং ধেলাং ॥

গায়ন হৃদকুমদ।

আড়া তেতালার বোল।

ধাগিধিনাধিনতা ধিদ্ধা গধিধাতিনিতা।

আড়া তেতালার পরণ।

ধিকিদাধিন ধাক্ ধিক্ দাধি নিতিতাক্।

খয়রা তালের বোল।

ধাক ধিঁদা ধিঁধিধাক তিত।

খয়রা তালের পরণ।

তাতিতা দাগধিনা ধিন ধাতিত।

আড়া তালের বোল।

তাধিন তাধিনতা তাধিনতাক তিনিতাক।

আড়াতালের পরণ।

দাগধিনাধিন।

তিওট তালের বোল।

ধিনধিন দাগধিদাগ ধিনদাগস্তিতাক।

তিওট তালের পরণ।

তাকধিনাধিনাধিন দানি নন্দা দাগধিনা ধিনাধিন
[illegible]তিন্তা।।

কাওয়ালী তালের বোল।

[illegible]ন্দা ধিনধিন্দা দাধিন্দা তিননিন্তা।

[illegible]াওয়ালী তালের পরণ।

নির্ত্তাক্ ধিনাধিন্তা নের্ত্তাঙ্খিনাস্থিথা।

ঠেকা তালের বোল।

দিন দিদিন দিন্দিন দিদিন২ নিন্দিন দিরিন ধিন্তিম তিতিন।

ঠেকা তালের পরণ।

ধিনিতা দাধিনিতা দাধিনিতা তাদাতি নিতা।

সুর ফাঁকতালের বোল।

দিরিকিটি দিরিকিটি দিন্দা দিরিকিটি দিন্দা।

পঞ্চম সোয়ারী তালের বোল।

ধিঁদাপ২ তাকধিঁদা তাকধিঁদা তিন তিতাম্তিতি তাক তেরেকেটে তাক তেরেকেটে।

ছোট্ট চৌতালের বোল।

ধিন ধিতা তাধিনিতা ধিক দাধিনিতা।

মধ্যমান তালের বোল।

তাকধিন ধিন ধিন্তা ধিন্তা তাকধিন ধিন্তা তিন ধিন্তা।

মধ্যমান তালের পরণ।

ধিক্দা ধিনিতাধিক দাধিনিতা।

আড়খেমটা তালের বোল।

ধিনিধাক্ ধিনাধিনিধাক্ ধিনি ধাকতিমি তিনিতাক।

আড়খেমটা তালের পরণ।

ধাকধিধাতিন্ তাকদিদাদিন্।

আড়াঠেকা তালের বোল।

তাধিনধিতা দাগ দাধিনধিতা।

আড়াঠেকা তালের পরণ।

তাক তেরেকেটে তাক তেরেকেটে ধাকধিক্কাক'ধাতিন্

জৎ তালের বোল।

ঘাধিধাক্ তিতা তিধাগ ধি।

জৎ তালের পরণ।

তাতিন্ দাদাধিন্ দাদাধিন্।

পোস্তা তালের বোল।

তাক তাক ধিকধা।

পোস্তা তালের পরণ।

ধাক্লিদা ধাক্লিদা।

ঝাঁপতালের বোল।

ধিঁ দাগধিঁক ধিতাক।

ঝাঁপতালের পরণ।

তাক্লি তাক্লি তাক্লিতাক ধাক্লিধাক তাক।

মধ্যমানে ঠেকার বোল।

ধাক ধিধ ধিধ ধিধ ধিক্কাকধি ধিক্কা:ধি ধিক্কতাকতি।

মধ্যমানের ঠেকারণ পরণ।

ধাকধি [illegible] দি ধিদা ধিক্কাক ধিধাতিতিত।

কাশ্মারি খেমটার বোল।

[illegible] ধিকনা ধাতিতা।

কাশ্মারি খেমটার পরণ।

[illegible] ধাক্লিনিতা।

ধামাল তালের বোল।

তাধিন ধিনিতা দাদিন ধিনিতা।

ধামাল তালের পরণ।

তাতিতাক তেরেকেটে ধাতিধাক তেরেকেটে।

অথ গায়নহ্লদকুমদ প্রকাশ নামক গ্রন্থঃ।

প্রাতঃকালে রাগ ভৈরোঁ।

ধ্রুপদ। তাল চৌতাল।

তমহো, গণপথি দেয়া; বুধদাতা, ধবহা, ছিছাঁ্যাগজ তুড়্যাঃ ত্রিত্তশ্বরোঁ। নালত্যো:হোরো যোঁ করে ছঁওরোনো গজভুড়্যা॥ ১॥

রাগভৈরোঁ। তাল আড়া তেতালা।

এয়ু টুরুনু চলতা গোপাল লাল অঙ্গে নামে মাতা পিতাদো দেখেতেরেঃ কবহুঁ কোইলা কিমুখ হেরোঁ। তেঁরে কঁরহু লটাকত দোললতা দেলানি কাঁজর বিন্দু ভাঁয়ো-পরে আছতোছো ন্যারনি ভরিদেখোঁ ন্যাহি উপমা ভালি ভু শরে॥ ২॥

রাগ ভৈরোঁ। তাল খয়রা।

কাহেলাল ন্যাটাক কাঁল কশুক কুঞ্জে জাগিঃ উলকে ঝুলতে ভরকী পড়তে আওতে অনুরাগিঃ চরণ কমল অতি জাওয়াত পড়ন্ত চরণ ডগমগাত ও তনাকে কৈসোমান [illegible] হতা বানিষ্কাজ্ঞঃ॥ ৩॥

রাগ ভৈরোঁ। তাল খয়রা।

এলা সদানন্দময়ী সুধা আনন্দে বিহরে [illegible] ওরে চিতা-

মণিরে, ওরে চিন্তামণি অন্তঃপুরে সদা ভ্রান্ত করে রে কমলাকান্তের মনো তারা চিন্তায় লেখন পঞ্চশত বরণী মূলহার করে পরে রে ॥ ৪ ॥

রাগ ভৈরোঁ। তাল আড়া।

ওহে বন্ধু কার সনে রজনী জাগিয়া অলসে। অঙ্গ তোমার হৃদি নখচিহ্ন ভিন্ন তনু ভাঁতি হেরি মন ভ্রান্তি তোমার ওহে কার নয়নের অঞ্জন বয়ানে লেগেছে হে রসিকের এক ব্যবহার ছিছি ভাল নয় পরি নীলানশাড়ি পীতাম্বর পরিহরি বাসনা পুরাই কার ওহে কার ললাটে জাবক পাবক নিন্দিত খণ্ডিত গজমতি হার কমলকান্ত এসেছে নিশি বঞ্চিয়ে নিজ গুণ, লো করিতে প্রচার ॥ ৫ ॥

রাগ ভৈরোঁ। তাল খয়রা।

আর কবে করুণা করিবে। করুণা নিদানি শ্রীমা কাল ধরি কেশে রিপুগণ হাসে, প্রাণ পবন ছাড়িল বড় ঘোর বিপদে, পড়িছি, ত্রাণ কর গো বিপদ ভঞ্জিনী ॥ ৬ ॥

রাগিণী দেও গান্ধার। তাল আড়া।

জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার রাধা বক্ষসি হরি মণিহার [illegible] ঘুষণ ঘনসার পুঞ্জ কচিত্ত কুঞ্চিত, কুচভার রাধা [illegible] মুরারি তার নয়ান অঞ্জন কৃত মদন বিকার রস রঞ্জীব রাধা পরি বাঁক কলিতে সনাতন চিন্তা [illegible]।

রাগিণী রামকেলী। তাল তৃকুট।

সে কেন সই তারে মান করি অপমান করিলে হে; মিনতি করিয়ে, কত মতে সাধিলাম হয়ে অধোমুখী মুদে দুটি আঁখি কথাত না কহিলে ॥ ৮ ॥

রাগিণী বেলোর। তাল তৃকুট।

উদ্ধাজি ব্যাকুল ভেঁই যবে গেঁই মথুরা দতছোঁ প্রিত নিভাব যব নিছি বাঁছর পলকে নাথে যাতেহেঁঃ কোটি জতনহি এহাঁর জয়ছিছিঁভু অঙ্গমে তেজিতে কেঁচিরি সো গতো ভেঁহ্যা হঁলারি ॥ ৯ ॥

রাগিণী বেলোর। তাল কাওয়ালি।

শঙ্কর মনমোহিনী, তারা তারা তারা ত্রাণ কারিণী, ত্রিভুবন বিদায়িনী, ভবজলধি আগ ভবানী, ভয়ঙ্করী শঙ্করী অভয়ে ভিমেবানি, ভয়হারিণী তারিণী, অন্তরায় আড় তাল অপূর্ণা অপরাজিতে, অন্নদা অম্বিকে সীতে, মা অন্নদায়িণী আবীর কাওয়ালী তালং বিন্দাবন রস রসিক শিরোমণি বাকদেবী শারদা বরদা ॥ ১০ ॥

রাগিণী বেলোর। তাল আড়া।

আমি আমি কি সই আমি? কি সে আমি সই বুঝিতে নারি তাঁর আকার, অবয়ব আভা, শরীরে করেছে শোভা, বিচারিয়ে বল তুমি পুরুষ কি নারী ॥

রাগিণী বেলোর। তাল আড়া।

আমি কি মায়ের কাছে, এত অপরাধি। হয়ে থাকি

অপর কি, চরণে ধরিয়ে সাধি, আমি অতি, মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি, নিজ গুণে কৃপা কর মা, বিধি আমায় হয়েছে বাদি ॥ ১২ ॥

রাগিণী বেলোর। তাল আড়া।

যে করেছে মন চুরি, তাকে কি সই পাব আর। বিধি কি সদয় হবে, সে মুখ হেরিব আর। গলে বনমালা দোলে মধুর২ বাক্য বলে, সে গেছে যমুনা পার ॥ ১৩ ॥

রাগিণী বেলোর। তাল তৃকুট।

মজিয়ে শঠের সনে, সই যে দুঃখ পেয়েছি প্রাণে; সে জানে আর মন জানে, সই পর মন পাবার আশে, সঁপে ছিলাম প্রাণ থাকুকমন পাওয়া দায় নিজ মন পেলে বাঁচি প্রাণে ॥ ১৪ ॥

রাগিণী বেলোর। তাল আড়া।

বাসমারে, কি বাসনা তবু তারে ভালবাসে। লক্ষান্তরে ভানু থাকে, নলিনী সলিলে ভাসে, চক্রবাক চক্রবাকি, কি সুখে পিরীতি সুখী, নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি, কেহ নাহি কার পাশে ॥ ১৫ ॥

রাগিণী আলিয়া। তাল ঠেকা।

এতেনি কাহিয়োছু রাজনেকো গায়েছুরঁাহে মধু বে- ন্নোকা আপ কহিজো আম্নামনায়ে মুখোদ্দারা কারেঁ। তাঁনা মানাকে ॥ ১৬ ॥

রাগিণী আলিয়া। তাল ঠেকা।

তারে কি দিব দোষ কপালে করে। সেই সে কথা ক- হিতে বুক বিদরে, আমি যাহার লাগি, দিবানিশি ভাবি, সেতো কখন মনে নাহি করে ॥ ১৭ ॥

রাগিণী টোরী। তাল আড়া।

এ বৈরাগি রূপ ধররি মেরে মামা বুভুতানাগায়ি সঁস্তে উচাটন ন্যেয়না নাংঙ কঁ্যারে গামনা ধায়ন্ন যো করে ছাংরান মগনা বিভুতি লাগাঞা ॥ ১৮ ॥

রাগিণী টোরী। তাল আড়া।

বরা জরিরে নাগুয়াঁ ম্যায়রি মেন্নেনাদেপি আরুয়াঁ কোন ভাঁতপর আয়য়ে মৃধুয়া ভর২ ছরায়া অন্তরায় কাও-য়ালী তাল ছঁদারঙ্গ ববন ভ্যারণ ভেলী অাঁন মেলায়ে সঁ-লেড়া কঁয়লা নিহরয়াঁ। ॥ ১৯ ॥

রাগিণী টোরী চতুরঙ্গ। তাল কাওয়ালি।

এ চতুরঙ্গে দেলে বেঁছে আরম্ভো করে। বেহলা তুছাঁ, ডা লবাবো, সোঁপরে দেল বাহদরে আগরো গরজে কিজে দীজেদান্ ভ্যোর২ ছুঁকপায় জিমছাঁড়া প প ধা সা রিরি রি ছাঁ, গগণ শারিরি ছাঁরি প প দ২ ছাঁনিনিনি ধপমম গ গরিছাঁ।

রাগিণী টোরী ধ্রুপদ। তাল চৌতাল।

আলিরি তুড়াগা মেগা পোগাধ্যরা ত্যাহারে কে ছো-নিকে নাগি ভিং২নিরাগেত্তরে আরে গঙ্গা পাহাপানা কি মানা নাগরে ॥ ২১ ॥

রাগিণী টোরী। ভজন চৌতাল।

মনরে ভু রামনামা লে শঙ্করে লোহ মোহ মদ মাচরু

তেজ জঞ্জাল, গন্দিদেহি মাটিয়া ভরলো আজু কালু ছুট যাগা কররে দেলেকো ভজলে সীতারাম।

রাগিণী টোরী। তাল সুরফাঁকতাল।

আদোদেওয়া স্যায়া ছম্ভু আধঙ্গে অঙ্গবিরাজে চান্দ কোটিকে মণ্ডকে মালা, ডমরু ডম ডম ডম ডম ডম বাজে বাঁথাম্বর অম্বর বিকাছম্বর তেঁন তনয়া এক আন নজছাঁযে দাস কছু আব্যা আরন মাঙ্গে তাল মান সুদোদীজে ॥ ২৩ ॥

রাগিণী টোরী। তাল কাওয়ালী।

সেই যে বলিয়ে ছিলে সই, পিরীতি অতি কই, কে বলে পিরীতি ভাল, অন্তরে বাহিরে কাল, না দেখি দুঃখ বই ॥২৪॥

রাগিণী টোরী। তাল কাওয়ালী।

তানা দেরেনা দ্রিম, তানুম তেরেদানি দেঁ, নারেরদে তাদেব্র দানি, তেরেদানি, ওদেব্র তানা দেরেনা, মেরে বন্দকী ওয়ালা, মস্তক বাঁদ ফাঁরাস্তী, বাঁদ খাদা মস্তম, ছঁরছা বেদপর, নানা উপজাওঁয়, তাঁকেড়াং ধুমকাড়ি ধাঁক ধুমকুড়ি ধাঁধিকেনা ধুমকুড়ি তাঁক দেলাং তাগদিম তানা তানুমা ॥ ২৫ ॥

রাগিণী টোরী। তাল পঞ্চমসোয়ারি।

এরি আলি আলিরি কোল ছুঁনাই বংশী ছুঁধানা না, মের হেরি, মুরারিটের ছুঁনাই হরেলিয়ে ছুঁধানা না, নাজ কাজ ছব বঁছরি গেই তানা নারি ॥ ২৬ ॥

রাগিণী টোরী। তাল কাওয়ালি।

বাঁশী আর ঘরেতে রহিতে দিলে না। কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তারে পাব, বল সই করি কি উপায়, বাঁশীটি লইয়ে শ্যাম, করিছে রাধার নাম, আনচান করে প্রাণ, কিছু জ্ঞান থাকে না ॥ ২৭ ॥

রাগিণী মালষী। তাল ছোট চৌতাল।

তুমি যাও হে গিরিবর, আনগে আমার প্রাণেশ্বর বর, গৌরীরে, আজুকা বিভাবরী স্বপনে দেখি গৌরী, অনিমিকে দুটি আঁখি ঝোরে, গুহগণপতি কমলা, ভারতী পদ্মাবতী জয়া বিজয়ারে সর্ব্ব পরিবারে, আনিও আদরে, এমনেতো আনিও শঙ্করে ॥ ২৮ ॥

রাগিণী মালষী। তাল তিওট।

এলেন গো শঙ্করী রাণী, তোমান ঐ আলো আগে-শারি, কি কর ও রাণী গো কি কর মেনকারাণী, আহা মরি মরি, কাঁচা সোনা গৌরী, মলিন হয়েছে মুখ খানি। আমি তাহে নারী, কি করিতে পারি, কেমনে তোমারে গো কে মনে তোমারে আনি, ওগো সহোদর দূরে আছে, পারা-বারে জনক পাষাণ জিনি, বরষিত ঘন, পাইয়ে যেমন হর-ষিত চাতকিনী। নিতে এলে হর, না পাঠাব আর, হর গৃহিণী, রামকান্তে বলে, দশমী না গেলে, তবে সে এ কথা মানি ॥ ২৯ ॥

রাগিণী মালষী। তাল মধ্যমান।

কি ভয়ানক গভীর গরজে। হিয়ের মাঝে আমার কি হেরিলাম স্বপনে, জটিলে ত্রিলোচনা, দিকবসন তিতে পঞ্চ শত মুণ্ডমালা ধারণ কিবে রুধির ধারা ননে ॥ ৩০ ॥

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল তিওট।

ভামাহি ঝুলাও হো হো ছিঁড়োরে, হো হো বানে বান ও আরি দরপতি হো আপনা জিয়ে নাজ কঁসে কদম্ব কি ডাড়ি তেঁসে, চৌত্তরেদানা, কঁতা দামিনী, তেসে ঘটায় আদি আরি জী জনা গরধর যন্ত্র বিচারু আঁয়তে হেরব খাঁড়ি ॥ ৩১ ॥

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল আড়া।

আমি কি আর শুনি, তুমি নাকি হে আমারে ছেড়ে যাবে গুণমণি। তুমি নাকি হে আমারে রেখে যাবে দূর দেশে করে মোরে অনাথিনী ॥ ৩২ ॥

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল আড়া।

সখী কি শুনালি তায় কুবচন। আর আসিবে না সে জন, চাতকী খেয়াইবে ঘন বিনে মেঘে বরিষণ ॥ ৩৩ ॥

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল খয়রা।

মনে কর শ্যাম কি বলেছিলে হে। সেই যে তুমি যে আমার, এখন তার সে ভাব তোমাতে নাই হে; যখন আমার ধরেছিলে চরণ; এখন আর সে ভাব তোমাতে নাই হে ॥ ৩৪ ॥

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল চৌতাল।

ভবানী নলিনী, মিলায়ে ভুবন বন্দিতে গৌরী শিবানি কমলেকালী। বগলে ক্ষেমঙ্করী ভগবতী ভ্রমরী চিত্তেশ্বরী চারুরূপা মুণ্ডমালী॥ ৩৫॥

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল আড়া।

কালরূপ অন্তরে লাগিয়াছে যার। কি করে কলঙ্ক ভয়ে কাল ভয় নাহি তার। চল চল সখী চল, হেরিগে বরণ কাল, মন হল চঞ্চল কুল কোন ছার॥ ৩৬॥

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল আড়া।

করত্যয় চিন্তাময়ী চিনামণি গৃহে, গুরুদত্ত রত্নাকর, দেহে অনিত্য গরলানলে মন্দ নউচলে কামকুণ্ডে বহ্নিচলে মন সরোরুহে, ধরি গুরুদত্ত মন, তা হতে অনন্ত তনু, জিনিয়ে প্রভাত ভানু, শিব মনমেহেরে ক্রোধ করি ফণীবধূ, পঞ্চপদ্মে পীয়ে মধু, আবার আসি ব্যোম বিধু, শিশু পাইলে॥ ৩৭॥

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল আড়া।

কে বলে শিবের পরে শ্যামা নাচিছে। ও পদ পরশে শব শিব হয়েছে, তাহার প্রমাণ স্থান, দক্ষের সঙ্গেতে শুনং শিবনিন্দা শুনে সতী প্রাণ ত্যজেছে সে সতী কি পতিপরে পাদপদ্মে দিতে পারে, দ্বিজ রূপ নারায়ণে মনে ভাবিছে॥

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল আড়া।

একি পবনের আশ্রয়ে ত্রিলোক আছে। দেখ তার বিচিত্র গতি কালীকে দিয়েছে। মানবে আন আদি করি

পাঁচ খণ্ডে ভাবে তারি, সাধকের সাধন অন্তরে, হংস চলিয়াছে তাঁত পদ্ম শিবের কায়া, পদ্মান্তে মনমোহন হয়া, ফুরাল সাধনের দাওয়া, ব্রহ্মময়ীর কাছে, মন বন্দি অহঙ্কার পদার্থ যার, কর বিচার, অনিল সভার সবাকার, নিয়ন্তি সংপেচ ।। ৩৯ ।।

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল আড়া।

পিরীতি যাতনা দুঃখ জানিবে কেমনে, জানিলে কি আমি হে সদা থাকি হে রোদনে, নানাস্থানি যেই জন, তার মন কি কখন মজে কোন স্থানে। তারে যেবা মন দেয় সুখী কি কখনে ।। ৪০ ।।

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল আড়খেম্‌টা।

শবোপরে নাচে বামা মগনা হয়ে। লাজেরে দিয়েছে লাজ এমন মেয়ে, একে নীল কাদম্বিনী, তাহে গজেন্দ্র গামিনী, কটিতে ও কিঙ্কিণী পীযুষ পিয়ে ।। ৪১ ।।

রাগিণী সুরট মোল্লার.। তাল আড়া।

শ্যামকি বিদেশে যাবে বধিয়ে রাধারে। এক শশধর বিনে, কি করিবে তারাগণে, দেখনা ভাবিয়ে মনে, জগত আঁধার হবে ।। ৪২ ।।

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল আড়া।

তুমি যাবে প্রবাসেতে, অনঙ্গ দহিবে চিতে, কেহ নারে নিবারিতে, বলনা কি হবে শুনিয়া কোকিল রব, কেমনে গৃহেতে রব,এই রব হবে শেষে শ্যাম জন্যে প্রাণযাবে ।। ৪২

রাগিণী সুরট মোল্লার। তাল আড়া।

অম্বের সম্বর মুখ যেন কভু না প্রকাশে। হের মুখ

অরবিন্দ, ধায় কত অলিবৃন্দ, সরোজ ভ্রমেতে পাছে, দংশে মকরন্দ আশে। নলিনীর এই রীত, দিবসেতে বিকশিত, নিশায় প্রকাশিত হয়ে, মলিন যামিনী শেষে ॥ ৪৩ ॥

রাগিণী সারঙ্গ। তাল আড়া।

বিহরে হর উপরে কেরে ভয়ঙ্করা বেশে। দশদিক প্রকাশিত, কি শোভা দিগবাসে। শ্রীচরণ কমল, কমল হতে সুকোমল, ধায় যত অলিকুল, সুমধুর অভিলাষে। আহা মরি মরি, লাজ পরিহরি, একি হেরি অপরূপ রূপ, না জানি রমণী কার, ছাড়িতেছে হুহুঙ্কার, গলে নরশির হার, শব্দে দনুজ নাশে ॥ ৪৪ ॥

রাগিণী সারঙ্গ। তাল আড়া।

আশর পিপাসা সখী, হলোত ফুরায়ে গেল। আলিঙ্গন বিনে রে প্রাণ, আঁখির মিলন ভাল। দুই আঁখি দুই পাশে, রয়েছে পিরীতের আশে, প্রেম লাভ হবে বলে বিচ্ছেদ ঘটনা হলো ॥ ৪৫ ॥

রাগিণী সারঙ্গ। তাল আড়া।

হলো মা দিবা অবসান। কিঞ্চিৎ বিলম্বে কালী মুদিতে নয়ান। শুন ওগো ভবদারা, অজপা হইল সারা, কৃপা করি দেমা তারা, আমায় কৃপাদান ॥ ৪৬ ॥

রাগিণী সারঙ্গ। তাল আড়া।

বাঁশি কি গুণ জানে। মজালে অবলার কুল মধুর তানে সতী ছাড়ে পতিব্রতা, শিশু ছাড়ে মাতা পিতা, শুনিলে বংশীর ধ্বনি একবার কাণে ॥ ৪৭ ॥

রাগিণী সারঙ্গ। তাল আড়াঠেকা।

নিষ্ঠুর কালা হে দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ। আমরা গোপের নারী, নাহি জানি চাতুরী, তব বিরহেতে মরি, বারেক আসিয়ে দেখ ॥ ৪৮ ॥

রাগ মেঘ। তাল জৎ।

যারে ভ্রমরা জানা গেল তুমি যেমন দয়াময়। কভু দুঃখ কভু সুখ, যতনে রাখিতে হয়। ভ্রমর বড় নিদারুণ, দুঃখ দিলে পুনঃ২ অঙ্গেতে অঙ্গ মিশায়ে পুড়িয়ে মরিতে হলো॥৪৯

রাগিণী মোল্লার। তাল তিওট।

শ্যামা নবমেঘ সম বরণী, তড়িৎ দশনী, নিশ্বাস প্রবল পবন জিনি। বরিষয়ে রক্ত ধারা, বরষায় ডুবে ভাসে প্রেম সিন্ধু যেন কমলিনী ॥ ৫০ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

করগো দক্ষিণে কালী আমার অন্তরে বাস। যদি বল শিব বিনে, নাহি থাকি অন্য স্থানে, পরম শিবেরে লয়ে পূরায় মনের অভিলাষ। যদি বল রণ বিনে সন্তোষ নহে কি মনে, রিপু আছে ছয় জন, দর্প করে নিশি দিন, কহেন তব দাস জন, সেই ছয় জন নাশ ॥ ৫১ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

মরিবার দিন লেগেছে তোর। খেপা মেয়ের সঙ্গে রণ করিবি বড়ই দেখি জোর। ঐমহাদেব যার পদতলে হয়ে আ- ছে ভোর। ওর নেঙ্গটা মেয়ে বেড়ায় ধেয়ে বয়েস কিশোর

গলে দোলে মুণ্ডমাল নরকর বোর, ঐ দেখ নরকর বোর ওর ॥ ৫২ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

বরখাঁরিতু আওয়ে পিয়া নাজারে ওত তাপর মোহন লেত তানা নানা তানা নানা নানা নানা গায়ে, ঘন ঘন হার আর রচি ঝনন ঝনন ঝিঁকর আ ছানা নানা নানা নানা আওয়ে ॥ ৫৩ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল তিওট।

সই আমারে কি হলো, পিরীতি করিয়ে পরাণ গেল ॥ পিরীতি বেদনা, যে জন জানে না, সে যেন করে না থাকিবে ভাল। পিরীতি বিচ্ছেদাঘাতে, ঔষধ না মানে তাতে, না মানে চন্দন না মানে জল ॥ ৫৪ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

কালা মোরে কি হলো। না দেখিয়ে ছিলাম ভাল, বরঞ্চ গোপীর এতে মরণ ভাল। যমুনার জলে গেলাম, কালাচাঁদে দেখে এলেম, আমারে দেখে মুচকে হেসে নয়ন ঠেরে গেল ॥ ৫৫ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

হীরে লাল মণি মুকুতা তামে বৈয়েঠে মহম্মদছা। গওয় গুণি আনা সা রি গা মা পা ধা নি সা সানি ধাপপা. পামাগারে সা ॥ ৫৬ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

প্রাণ সখি তার লাগি মিছে ভাব আর। সে নহে তোমার, এই যে গোকুলে, অবনি মণ্ডলে পুনঃ কি আসিবে আর ॥ ৫৭ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

এ মা হরহৃদি, এ মা হরহৃদি সরোবরে নীল নলিনী ইব, বিকশিত ভক্ত মন ভানু পরকাশে। নরকর কিঙ্কিনী শোভিত, কেশবি অলিবর বিরাজিত বিকশিত কেশপাশে নয়ান খঞ্জন বর নৃতকী তদুপর কেশব ভূমামৃত মন্দোর মধুর হাসি, অনুমানি যাত্রিক কুলশন মায়ি কি যে জন মগন করে অতুল চরণ আশে ॥ ৫৮ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

নির্গুণে স্বগুণা তারা পরাৎপরা ব্রহ্মরূপে, যত অন্ন প্রশন্ন পন্না দিবা মাত্র তুল্য রূপা, ব্রহ্মাদয় ধাতা মুক্তি মধ্যাহ্ন পলিনকর্ত্রী, সয়াহ্নে স্বায়ম্ভু শক্তি, ত্রিকালে ত্রিগুণ জপা দ্বিজ দিগম্বর দ্রণ, নাহি জ্ঞান বর্ণাবর্ণ, করুণার কর্ণা ভিন্ন কিসে হব পরারূপা।

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

স্বকার্য্য সেধেছেন শিব সে বৈভব ফুরায়েছে। আশাতরু সেবা করা বুঝি তার হল মিছে ॥ সাধকের অতিধন, তারা তব শ্রীচরণ, ছলে হর ত্রিনয়ন, হৃদি সরে লুকায়েছে। দ্বিজ দিগম্বর দীন; অনুপায় ভেবে ক্ষীণ, রসনার বস্তু হীন, বিড়ম্বনার বশে আছে ॥ ৬০ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

শিবের বচন রেখে দেখ২ ভুলাওনা। অন্যান্য গতি সাধকে করো নানা সুকল্পনা দুর্গা নাম আশ্রিক্ত হলে চতুর্ব্বর্গ ফল মিলে, শ্রীনাথ দিয়েছে বলে, করনা তায় বিড়ম্বনা। রসনা অন্তিমকালে, গঙ্গাজলে বিষ্ণু স্থলে, দুর্গা২ যেন বলে, দিগম্বর এই কামনা॥ ৬১॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

দয়াময়ী নাম তারা কোথায় কারে প্রকাশিলে। সাধন হীন জনে যদি নিজ গুণে না তারিলে॥ যার আছে মা ভজন সাধ্য, তার গো তুমি হও আরাধ্য, মুক্তি আদি তারারাধ্য, অনায়াসে তারে দিলে। জগত জননী হয়ে, কৃতিসুতে সদা লয়ে, অকৃতিরে পাশরিয়ে ভাস আনন্দ সলিলে॥ ৬২॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

দীন হীনে দীন তারা এমনি যাবে গো শিবে। দীন দয়াময়ী নাম কোন দিনে প্রকাশিবে॥ যদ্যপি সুকৃতি জোরে, তত্ব হও মা এ সংসারে, দুর্গা রাখ দুর্গা তোরে, এ কথা আর কে বলিবে। যার আছে মা ভজন বল, সেত তরিবার জানে কল, তারে চতুর্ব্বর্গ ফল, কৃতি বলে আপনি দিবে॥ ৬৩॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

নিন্দিত উপমা, জিনি শ্যামা যে সেজেছে ভাল। লোল জিহ্বা দন্ত আভা, এলোকেশী দাঁড়াইল॥ রুধিরের ধারা

অঙ্গে, নিঃশঙ্কা কেহ নাই সঙ্গে, দৈত্যনাশে ভ্রুভঙ্গে, নির্দৈত্য আজ দৈত্যকুল। অসুরের হইল শেষ, সুরের ঘুচিল ক্লেশ, শিব দিগম্বর বেশ, দিগম্বরীর শরণ নিল ॥ ৬৪ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

ভয়ঙ্করী কালরূপে অসুর সমরে। বিবসনা লোলরসনা গুল চিকুরে ॥ মত্তা গজেন্দ্রাণী প্রায় সর্ব্বাঙ্গে রুধির তায়, নরশির ভূষাকায় গভীরাগর্জ্জন করে, ব্রহ্মাণ্ড যার উদরে, সে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করে, অসি খর্পর ধরি করে মধুপান উন্মত্ত ভরে ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

না হতে পিরীতি সখি লাভেতে কলঙ্ক হলো। পরেরে সঁপিয়ে প্রাণ আপনার মান গেল ॥ সুখের নাহি লেশ, দুঃখের হল অবশেষ, পিরীতি আলাপ দোষে প্রেমের আশার আশা গেল ॥ ৬৬ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল তিওট।

এলোনা নাথ কেন, সম্মুখেবরষাঋতু তাহে দহে প্রাণ। ধিক্ ধিক্ ধিক্ মন, জীবন যৌবন কেনে বিধি মিলাইল এমন কঠিন ॥ ৬৭ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল তিওট।

পিরীতি করিয়ে পরাণ গেল। পিরীতি বেদনা যেজন জানে না, সে জন করে না থাকিবে ভাল ॥ পিরীতি বিচ্ছেদাঘাতে, ঔষধ না মানে তাতে, না মানে চন্দন না মানে জল ॥ ৬৮ ॥

রাগিণী মোল্লার। চতুরঙ্গ কাওয়ালী।

মাই চতুরঙ্গে আরম্ভ করে। কৃপানি ধায়, গজেন্দ্র মুচ্ছান, লজ্জা নিবারণ, যদুকুল নাম ধরে। রাঙ্গি২ রাঁশো, গুণিজন পালন, বিপ্র চরণ কেছা, দুঃখ গেলা ছোন বোয়ুনা জী, হেরমায় যমুনা জি ফৈলান্ত পায় রণ ॥ ৬৯ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল খয়রা।

এরি আয়েরি বাদরিয়া। রিমিঝিমি রব্রখানা লাগিলর ঘন গরজি, দি আরা সরজি, দিগ গেয়ি তানা ছরয়াঁ।। ৭০

রাগিণী মোল্লার। তাল আড়া।

আলিরি ডবগে মরিজি আয়বেলয়া, ঘন ঘন গরজে অন্তরায় কাওয়ালী তাল ছোতনা ছাঁতিয়ারি নিদ আয়ে চাতক বলে পিপি ॥ ৭১ ॥

রাগিণী মোল্লার। তাল সোয়ারি।

মগরি যো হতা, আঁবো মেরি আঁকি আপে রানিয়ে। ছুনছুনার সজনী ছুঁখামি দাদাহের রানিয়ে ॥ ৭২ ॥

রাগিণী দেশ মোল্লার। তালঠেকা।

রু মানা নাগমেরা ঠারদেশ, ঢোলাবেমহল্লকে বনন্দ দ্বার আজে আশু আনা ছাও আজমের ॥ ৭৩ ॥

রাগিণী গোড় মোল্লার। তাল সুরফাকতাল।

কেসে, অঙ্গে আরি বলে রামোরা, পিত মা মোরা, বাদরাঁ ঘন গগণ, ও গরজে, বাঁদর গমকে বিজরিও চমকে ঘোর ঘটা ঘন গগণ ও গরজে ॥ ৭৪ ॥

রাগিণী গোড় মোল্লার। তাল কাওয়ালী।

লাল না পর দেশ আঁখি বরষা ঋতু আয়েরি। হাম যুবতী একেলী গৃহে দোছরাবর নাহি কোলে, উমাড়ি ঘমাড়ি২ ঘোর বাদরে ঝুরি নাহি কোল বন্ধুকা ধনীয়ে ছনী জন, ছোদাসিনী বেঁলি মছল দহুকাক্র, শুবল তাল, মতি ছিকা মিছি আয়ারি ॥ ৭৫ ॥

রাগিণী গোড় মোল্লার। তাল জৎ।

আকাশে মিলন বারি, ধরাতিত পরমেশ্বরী। বাংমন অগোচর চিন্তাতিত নিরাকারা, ওরে মন ভাব তারা, দণ্ড পরিহরি। স্বজন পালন করে, নিধন অতি নিশাকরে তিনি তারি নৃপনান নারি সন্দ ও রূপ অণ্ড অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাঙ্গোদরী ॥ ৭৬ ॥

রাগিণী গোড় মোল্লার। তাল মধ্যমান।

মন সাধে কি করে রে বিনে তার সমাদর রে। ঘন ঘন গরজন, নাহি করে বরিষণ, চাতকী মরে পিপাসায় রে ॥ ৭৭ ॥

রাগিণী বসন্ত। তাল আড়া।

কুহা কুহা বোলালে, নাগিকো এলায়ারে আরে মেরি কান্ত পরদেশ, আজান যায় আহরি আমুয়া মলেটেবে ফুলে কৌওলা বিরহে জাগয়ে ॥ ৭৮ ॥

রাগিণী বসন্ত। তাল মধ্যমান।

যে দেয় যাতনা প্রাণে সদত যতন তায়। যে করে অতি যতন তারে মন নাহি চায়। একি মনের আচরণ, এ দুঃখ

যেদুঃখ কহিব কায়। আমার হৃদয়ে থেকে অন্যের অনুগত হয় ॥ ৭৯ ॥

রাগিণী বসন্ত। তাল আড়া।

একি তোমার মানের সময় সম্মুখে বসন্ত। ভ্রুভঙ্গে তনু কেন অক্ষয়ে নুতন জ্ঞান। কটাক্ষের শরজালে পুলকে নূতন ॥ ৮০ ॥

রাগ মালকোষ। তাল তিওট।

দ্রুত গমনে কি এত প্রিয়োজন, একি প্রয়োজন। ওহে অন্তরে অন্তরে অন্তর, কিসে হয় স্থির, রহ রহ করি দরশন ওহে প্রাণ যাবার আশয় কেবল কাতর হয়। অনায়াসে যায় নাহি দেখে তার দুঃখ বরং তাহা সহে ওহে ॥ ৮১ ॥

রাগিণী মালকোষ। আড়া।

সই কোথা আনিলে এইবে দেখি কুসুম কাননে। নানা জাতি ফুল, প্রফুল্ল মুকুল, সৌরবে ব্যাকুল, আকুল করিলে। বিরহ যাতনা মোর দেখিয়ে বিষম প্রাণনাথে দেখাইব করিলে নিয়ম। কোথা সে আগুণ হইবে তা না করে পুনঃ পুনঃ দ্বিগুণ জ্বালায় ॥ ৮২ ॥

রাগিণী মালকোষ। তাল খয়রা।

কালী আছ গো আমার হৃদয়কমলে। সদানন্দ সুধামুখী ভাবিলে হৃদয়ে দেখি, চতুর্ভুজা চারুরূপা বরাভয় করে কভু দেখি মূলাধারে, কভু দেখি সহচরে, কভু দেখি হংস রূপা নৃসিংহ বসে শ্রীনাথ বচন মতে, সুষুন্না পিঙ্গলা পথে, ঈড়া ভেদ করে দেখি শবে শিবা দোলে ॥ ৮৩ ॥

রাগিণী মালকোষ। তাল ঠেকা।

কাল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে বসন্তে বিরহি হৃদয় দক্ষিণে কুসুম নির্ম্মল লয়ে শীতল জল পবনে ঢল ঢল উচল কুলে, বসন্ত রাজ আনি ছয় রাগ রাগিণী করিলে রাজধানী অশোক মূলে ॥ ৮৪ ॥

রাগিণী মালকোষ। তাল ঠেকা।

গীত। ও, মন চল চল কালী দরশনে। আমার মনঃ শ্রদ্ধা ভক্তি সঙ্গে লয়ে, করিয়ে যতনে। সেখানে দুর্গম রতি ভাবিয়েছ মনে। শ্রীনাথ কাণ্ডারী বলে ডাক প্রাণপণে।৮৫।

রাগিণী মালকোষ। তাল খয়রা।

গীত। আমার মনো বনে কে দিলে রে সই বিচ্ছেদের আগুণ, জ্ঞান মৃগী পলাইল কি গ্রহ বিগুণ, মোন বৃক্ষ গেল পুড়ে প্রাণ পক্ষ বেড়ায় উড়ে, ভ্রমরা ভ্রমরী তারা বেঁদে হলো খুন ॥ ৮৬ ॥

রাগিণী বসন্ত বাহার। তাল খয়রা।

গীত। আয়িহে বাহার গোলেছাঁ মলিঞ্চে মোন কোফুল ডর ডর লাল হাজার দৌলতে, বদীবো জন্মেসখি ছুঁরক রাজ নাহি বন বন বনে ফুকারে রেছিযন গলেছাঁ বলিচ্ছেমন কোফুক ডর ডর লাল হাজার দৌলত ॥ ৮৭ ॥

রাগিণী বসন্ত বাহার। তাল পোস্তা।

গীত। শক্তিরূপা জগদ্ধাত্রী জীব সঞ্চারিলে। দ্রবমী হয়ে তারা ত্রৈলোক্য তারিলে। কে জানে তোমারি কর্ম্ম, তুমি তারা ধর্ম্মাধর্ম্ম, ইচ্ছাতে অনন্ত সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিলে ॥

রাগিণী ধানেশ্রী। তাল আড়া।

গীত। রাজ মোতূয়া বাঁলম মোরারে, আপনে পিয়া কো ছঁপন মে দেখোঁ লোগকহে বায়ূ বানিয়া ॥ ৮৯ ॥

রাগিণী ধানশ্রী। তাল আড়া।

গীত। এইবার ভবভয়ে তারিতে হবে তারা। প্রলয় উত্তাপন, তিনি কলি দিনে, মোহ দুরাচার লোভে, হরষিত মনে মনে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ শমন দমন হরে ॥ ৯০ ॥

শ্রীরাগ। তাল আড়া।

কেয়ছেঁ গোঁয়াও এ সখিংরি নিকুঞ্জ কানন মে, জেন্যে মোজুকো বনমে লেয়া, ওহিতো শোভাকে গিয়া, কালাহু ওয়া সদাধাওয়ে মনমে শঠতা চাতুরি তেরি, সবীত সমঝে এওপ্যারি, মে সবে আভিরী, নারী সহরিকা গেঁম ॥ ৯১ ॥

শ্রীরাগ। তাল ধ্রুপদ।

এমা ভবানী ভবরাণী শিবানী। সর্ব্ব মঙ্গলা চপলা বরণী ঈশান হৃদ পদ্মে স্থিতি, পাষাণ দুহিতা সতী, ত্বংহি গতি মতি ভগবতী ভবভয় নিবারিণী শঙ্করী সাবিত্রী অম্বে জগদ্ধাত্রী জগদম্বে, ত্বংহি উমে ধুমে ভীমে শম্ভু গৃহিণী। ব্রহ্মা বিষ্ণু আরাধিতে, অজিতে অপরাজিতে, হরচন্দ্রে অন্তিমেতে বাঞ্ছিত চরণ তরণী ॥ ৯২ ॥

শ্রীরাগ। তাল আড়া।

কেন রে ভ্রমরা তুমি যাবে পদ্মবন। অভিমানে কমলিনী হইয়াছে মানিনী, সাধিতে হবে এখনি ধরিয়া চরণ। অন্য ফুলে মধুপানে, মত্ত ছিলে এতক্ষণে, কমলিনী সব জানে রবেনা গোপন ॥ ৯৩ ॥

রাগিণী মূলতান। তাল কাওয়ালি।

আহে দ্রিম তানা, নানা নিতি নিতি না তা দানি, দো আলালি২ আলা, লুম না নু মা, লালে গুঁল ছঁকেছঁর বাতি আরা গাওতো তানা, নানা ওদোর দানি দিম দানি দিম দিম দিম তানা দিম, তানা নানা নিতি নিতি না ॥৯৪॥

রাগিণী মূলতান। তাল খয়রা।

শ্যামা মা কি অদ্ভুতং শিবের হৃদে দাঁড়াইলে। শিব নিন্দা শুনি, কাত্যায়নী, যজ্ঞেতে প্রাণ ত্যজেছিলে। এক মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, কটিতটে নরকর, ছাড়িছে সদা হুহুঙ্কার, মুণ্ড-মালা গলে দোলে ॥ ৯৫ ॥

রাগিণী মূলতান। তাল কাওয়ালী।

হো, তোমারে, দেছোঁ আ চলছোঁ রে ওপি আরি অঁা নাগরী আ মুখ দেখোঁন পায়য়ে, ছঁরো জানকো২ মিলে সদোরঙ্গ নিজে চলে রি হো চলেহোরে ওপি আৰু আনা-গরি মুখ দেগোঁন আয়ছেঁ ॥ ৯৬ ॥

রাগিণী মূলতান। তাল তিওট।

কিবে নাচিছে সিংহাম্বরে, কেরে অভয়া বরদা এলো চিকুরে, বামা বামা বামকরে অসিধরে; নিশম্ভু সমরে মারে চরণ তলে শবাসনা, কেরে গগণ বাসিনী গণেশ-জননী, নাভি পদ্মবনে অসুরে মারে ॥ ৯৭ ॥

রাগিণী মূলতান। তাল খয়রা।

এবার আমার কিছু হলনা। গতিক ভাল নয়, এ ঘর ঐক্য নয়, রিপুর মাঝেরই, তাই তোমায় কই, দিনে২ বাড়ে

যন্ত্রণা। কথায় করে শয্যায় ভোগ, ছয়জনে দিয়াছে যোগ, ত্রিদোষে জন্মেছে রোগ, জ্ঞান ঔষধি মানে না॥ ৯৮ ॥

রাগিণী মূলতান। তাল আড়া।

সমর করিছে বামা একাকিনী কার মেয়ে। শব রূপ পদতলে বারেক না দেখে চেয়ে। রণমাঝে দিগম্বরী, লাজ সম্বরি, ত্রিনয়নী বামা কেরে ত্রিনয়নী এ রমণী নাচিছে দৈত্য নাশিয়া বরণ ত্রিমির রূপা কিন্তু সে তিমির হরা মোন হরা রূপ রূপসী, অট্ট অট্ট হাসি, বাম করতলে অসি, এ রূপসী ঈষদ হাসি, হাসিছে পীযূষ পিয়ে॥ ৯৯ ॥

রাগিণী মূলতান। তাল আড়া।

কিঞ্চিৎ কুরু করুণা কৃপাণ করোনা করোনা কাতরে। এমা কালকামিনী, মাগো কাল বারিণী, কৃপা কর কারী কলি ঘোরে। এ মা কখন কুমতি, কখন কুরীতি, কর্ত্তব্য কি কদাচারে। এমা কর্ম্মাকর্ম্ম করি, কারণ কিবল মরি, মা ফিরে ঘুরে॥ ১০০ ॥

রাগিণীমূতাললম। তাল আড়া।

তারা গো দয়াময়ী নামের গুণ রাখিও। পতিত দেখিয়ে দয়া না ছাড়িও। আমি কলুষান্বিত, স্বকর্ম্ম ফলে মাগো আপনার গুণ কিছু প্রকাশিও। এখন তখন করি, দিবস গোঙাইনু,দিবস দিবস ক'র মাসামাসং করি বর্ষ গোঙাইনু তথাপি না পুরিল আশা এখন আমার চেত, অনিত্য বিষয়ে রত, অবোধ মনের কিছু বুঝাইও। তোমা হেন গুণনিধি, মোরে মিলাইল বিধি,না পুরিল দৈব দুরাশা, সিন্ধুর

নিকটে যাব কণ্ঠে সুখা তুল কোদর ক্যরব পীয়াস। কমলা-কান্তের মন, সদা চাহে ও চরণ, চরম কালেতে যেন না ভুলিও ॥ ১০১ ॥

রাগিণী মূলতান। তাল ঠেকা।

বামা কেরে এলোচিকুরে। বিহরে আনন্দময়ী হরহৃদি পরে। বসন নাহিক গায়, পদ্মগন্ধে অলি ধায়, নাহি লাজ লেশ বামার গৌরব ভরে। নবজলধর হেরি, শিখিগণ নাচে ফিরি, তিমির তিমির অরি, রজত শিখরে ॥ ১০২ ॥

রাগিণী মূলতান। তাল খয়রা।

প্রেম কি চাইলে মিলে। সে যে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে। হয় তুলার রাশি মাসে তিথি অমাবস্যা স্বাতি নক্ষত্র পেলে। গজে গজে গজমতি ঝিনুকে ঝিনুক মতি বাঁশে বংশলোচন বলে সকলে॥ ১০৩ ॥

রাগিণী মূলতান। তাল খয়রা।

চিন্তামণি চরণ চিন্ত চারয়ে। গতং দিনং ওমন মগ্ন হও পদদ্বয়ে। ত্যজ বিষয় অনুশীলনং পদ সরজ পার শোভিত ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সুশ্রীণীতদার্দ্ধে নখকরণং সহিত নির্গতোস্মি দর্শন তদন্ধন নখকিরণ সহিত মনোরঞ্জন জীবনং কুসুম আদি তুলসী কে দিলে, কুসুম আদি তুলসী চন্দনাদি শক্তি মুক্তি কারণং উর্দ্ধ অঙ্গে বরিহাঁব্রত চুড়ে বকুলমালয়া তাহে লুব্ধ ক্ষুব্ধ মুগ্ধ বন্দে ভ্রমরা কুল জালায়া, সুলভ্য ভবঃ নব্য অতি রূপ জগত মোহনং সুদৃশ্য হাস্য করে সুদৃশ্য হাস্য অধর আস্য পৌনন্দ নন্দনং ॥ ১০৪ ॥

রাগিণী পুরবী। তাল ঝাঁপতাল।

দিবা অবসানে রজনী আইল সখা। মনে মন মিলায়ে, ক্ষণে থাক ধৈর্য্য হয়ে, যেন হইওনা অদেখা সুখ নিশি বঞ্চ সুখে, রসরঙ্গে সুকৌতুকে, প্রভাত কালে অন্য দিকে, তখন প্রিয়ে হইও সখা॥ ১০৫॥

রাগিণী পুরবী। তাল মধ্যমান।

তার গঙ্গে, এ ভব তরঙ্গে। সুরধুনী মুনিকন্যা প্রপন্না হওগো প্রসন্ন, এই দিন হীনে হের করুণা অপাঙ্গে। নিস্তারিলে যক্ষ রক্ষ,পশু পক্ষ আদি বৃক্ষ, মোক্ষ দাতৃত্বং প্রত্যক্ষ কীট পতঙ্গে। শিব শিরো নিবাসিনী, ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড জননী ত্বংহি পতিতোদ্ধারিণী,মুক্তি তন্নাম প্রসঙ্গে। ফণীন্দ্র মণিন্দ্র চন্দ্র, আশ্রিত যোগেন্দ্র ইন্দ্র, দিনহীন হরচন্দ্র, বঞ্চিত তব কৃপাঙ্গে॥ ১০৬॥

রাগিণী পুরবী। তাল ঝাঁপতাল।

রমতি বৃন্দাবনে, রতন সিংহাসনে, রাজরাজেশ্বরী রাধা রাণী। ভুবন মোহন শ্যাম, রূপে গুণে অনুপম, কনক কুণ্ডল কানে শ্রীসিমন্তিনী। অপরূপ রূপ আভা, নিধুবন হয়েছে শোভা, রতিপতি মনলোভা, গোপ নন্দিনী॥ ১০৭॥

রাগিণী পুরবী। তাল তিওট।

মাই মেরী আঁকিয়ানা না বালকে আঁকিয়ানা লালকে মুরকে নিঁদ্যা কাহাঁলে ও চাঁমরে, নিশি মোহে কেনেলা পতুহে গ্রহ। আঙ্গনা লাগোঁ হবে॥ ১০৮॥

রাগিণী পুরবী। তাল আড়া।

মন রে সংসারার্ণবে ভাসিতেছ বিম্বপ্রায়। সকল অসার

হবে সলিলে মিশাবে কায়, যদি হবে নিরাপদ, ভাব সেই ব্রহ্মপদ, সম্পদ বিফল সব মন না মজাইও তায় ॥ ১০৯ ॥

রাগিণী পুরবী। তাল আড়া।

কালি কৃতান্ত দলনী তারিণী। নিবিড় জলদা রূপা তারিতে কালিকে শ্যামস্মহাসুখ দায়িনী, ভবজল তরণী, অরবিন্দ নয়নী, অনুপমা এমা অনুপমা ভূধর কালিকে কলুষ নাশিনী ॥ ১১০ ॥

রাগিণী পুরবী। তাল আড়া।

মন চোরা শ্যামহে মন পুরাতে আমার হরিয়েছি মন। বল বলি কিবলি নাবলে কেমনে রব ওহে তোমাবিনে কে রবে, সে স্থানে গমনাগমন ॥ ১১১ ॥

রাগিণী পুরবী। তাল খয়রা।

আরি এমাই হোঁতা যাঁও আহুঁ দেছোঁ যাঁহা মেঁরা প্রেয়া বেলামে রহিলি। লালবিনে মোকে কেছুঁ। যারে ভাঁয়ে ছেঁয়ায়ে গরে আঙ্গনা দোবেরী ভেঁইলি ॥ ১১২ ॥

রাগিণী পুরবী। তাল তিওট।

হল গগণে আসি শশী উদিত কালা শশী কি হয়েছে গো বিস্মৃত। সম্মোহনের পঞ্চবাণে, মলয়া সমীরণে দুঃখিনী মরে প্রাণে নিশ্চিত ॥ ১১৩ ॥

রাগিণী পূরিয়া। তাল মধ্যমান।

সখি, কিহল কি হল বল বল কি হইল, শুনিয়া মোহন বাঁশী কুল শীল সব গেল, তপন তনয়া তটে, নৃপতরু নিকটে কি হেরিলাম বংশীবটে বংশীকরে ত্রিকণ কালো

যখন যমুনায় আসি, রাধাবলে বাজে বাঁশী, অকুলেতে কাল শশী দুইকুল মজাইল। দ্বিজ হরচন্দ্র বলে,রাধাকৃষ্ণ পদতলে স্থান য়েন অন্তকালে দিও ওহে চিকণ কালো ॥ ১১৪ ॥

রাগিণী পুরিয়া। তাল জৎ।

তামালেরি দলে কাল কোলিলে কুহরে। সম্মেহনাবাণে যেন হৃদয় বিদরে ॥ গুণ গুণ গুনগুণ রবে ভৃঙ্গকরে কত রঙ্গ ভঙ্গ শ্রবণে শিহরে অঙ্গ মন উড়ু২ করে ॥ ১১৫ ॥

রাগিণী পুরিয়া। তাল তিওট।

প্রাণ অন্তহল কান্ত বিহনে, কিকরি সজনি বল পতি পর বাসে গেল, বসন্ত উদয় হলো, সদা ভ্রান্তি হয় মনে, রতিপতি পঞ্চ শরে, তনু জ্বর২ করে, কি জানি প্রাণ কেমন করে, সেকি এ সকল জানে, অবলা সরলা নারী, বল কি করিতে পারি, সদা নয়ন জলে ঝুরি, কর দিয়ে রাজা স্থানে ॥ ১১৬ ॥

রাগিণী পুরিয়া। তাল কাওয়ালী।

হরহৃদিপরে কে কামিনী বিহরে। কটি আবৃত নরকরে রুধির মদনে ঘোরে, হুহুঙ্কারে দনু সংহারে। ঘনং হুহুঙ্কারে, হয় গজ আদি মরে, অসিকরে রণ করে বধিছে অসুরে শবাসনা, বিবসনা, বিকট দশনা কণা বন্দিভালে আলোকরে। সব শিশু কর্ণমূলে, গলে মুণ্ডমালা দোলে, কি অপূর্ব্ব রণ লীলা বরাভয় দুই করে ॥ ১১৭ ॥

রাগিণী পুরিয়া। তাল কাওয়ালি।

শঙ্করি শঙ্কটে তারা ভরসা তোমার। পতিতে তারিতে

গো মা হইবে এবার ॥ শঙ্করি ভুবনেশ্বরী, হুঙ্কারে গো জয় ঙ্করি, কঙ্কাল করালি মুণ্ডমালি করমা নিস্তার। ত্বংহি আদ্যা ত্বং অনাদ্যা, ত্বং তারা মহাবিদ্যা, কালের কলুষ রাশি করমা সংহার ॥ ১১৮ ॥

রাগিণী পুরিয়া। তাল তিওট ৮

যারে যারে যা মনোচরা সেইখানে। কাল রজনী বঞ্চে ছিলি যেখানে ॥ মল্লিকা মালতী যুতি, প্রস্ফুটিত নানা জাতি সন্তোষ হইবে অতি নব নব মধুপানে। যে সুখ সে সবে চাহে, নাহি তারে মম কাছে, বলনা কি কার্য্য আছে, মিছে প্রেম আলাপনে ॥ ১১৯ ॥

রাগিণী পুরিয়া। তাল কাওয়ালি।

কে কমল দলে ফুলিয়া ছঁব বারিয়া, ফুলে নাঙ্গেঞি গোলফুল গোলেদাঁ দা নিদা দিয়া, চাম্পা, চাঁওলৈ মালতি বেলা ডুই ছাণ্ডে, কিছু নারিয়াঁ, গোল মকুমল কুণ্ডল গন্ধ রাজবজনি নাগেছঁরা, নফর গোলফুল ছঁর্বোগন্ধা গোলাপে করে জারেয়াঁ ॥ ১২০ ॥

রাগিণী গৌরী। তাল ঝাঁপতাল।

জগত তারিণী, ত্রাহি দুর্গে ভবানী, এমা নির্ম্মিলে গো নিরাকারা বাণী। পবন বরদায়িণী, জ্বল তব তারিণী, শিরে মুকুট শোভিছে ভবানী, এমা নিত্যানন্দ ঘন ভক্ত মনোরঞ্জন নব, নন্দের নন্দন ভগবত বাখানি। বটন মন গোছই ছঙ্গে ব্রজবালা, তারুলেছরি মাও জগবিধানি। এমা অসুর সুরেশ্বরী, নাগ নাগেশ্বরী, রাধারাণী উচিত ঘর,

মুদিত ঘর শুভ চিত্র চিত ঘর, আগ মহেশ্বরী ব্রহ্মবাণী॥১২১॥

রাগিণী গৌরী। তাল আড়া।

অপার জলধি ভবে তার গো তারিণী। তবে সে মহিমে জানি, আগমে শুনিলাম ভাষা ভবে ভবানী। একুল ওকুল হেরি, অকুলে পাথার বারি, তারি মধ্যে যে কাণ্ডারি, না শুনে আমার বাণী॥ ১২২॥

কর নিরূপণ সই ওকি গগণে। যদি বল শশধর, সে যে অতি হিমকর, সে হলে গগণে কেন করিবে দাহন বজ্রা-ঘাত বলি সখী, মনে হয় একবার আবার বাহিরে দেখি, নাহিক মেঘ সঞ্চার একবার মনে হয় উপজিল দাবানল সে হলে গগণে কেন দহিবে কানন॥ ১২৩॥

রাগিণী গৌরী। তাল ঝাঁপতাল।

ছঁকি লাল ব্রজ রাজকি লাল ঠাড়ে, ছঁকি ললিত ছ'ংক্কেক বট নিকটে ছেঁাহে। দেখ মেরি, দেখয়েরি প্রেক অনুরূপকি মকুটকী নটকে ত্রিভুবন মহেংমন ঝাটত ভ্রমরহি নহিলতা গুঞ্জরে, গুঞ্জয়েরি পুঞ্জছখি, কোএতা জানে, পরম ধর ভূত রূপ ছঁ গরি, রূহ কুপ্যাহী ছয় কি অঙ্গ পরবাহদিহে॥ ১২৪॥

রাগিণী ইমন। তাল আড়া।

গৌরী আনিতে কবে যাবে হে গিরিবর। না হেরিয়ে উমাধনে তাপিত অন্তর মোর॥ কয়েগেছে দেবঋষি, সুখা-য়েছে উমাশশী, সদত শ্মশান বাসি, শুনিলাম ভিক্ষারি হর আর এক শুনে কথা, অন্তরে বাড়িল ব্যথা, প্রবল তাহার সতাস্বামিশিরোপরে, এই খেদে অনুরাগি, বাছা হয়েছে

বিবাগী না হইল সুখের ভাগি, জন্ম দুঃখিনী মোর, অঙ্গে নাহি অভরণ, দুঃখে গেল চিরদিন কখন ভোজন কোন দিন অনাহারে, তুমি হে শিখরমণি, ত্বরায় আনগে নন্দিনী নব চন্দ্রের বাণী বিলম্বকরোনা আর ।। ১২৫ ।।

রাগিণী ইমন। তাল কাওয়ালি।

ছুঁরঙ্গা, ছুঁদরি এঁঅলা অোঁরঙ্গ, বলর্ম্মা, এই ছুঁরা বুটি পর মোহা মদছাঁ, এই পিপি অাঁ ।। ১২৬ ।।

রাগিণী ইমান। তাল খয়রা।

হরেনাম নেনা শ্রবণ কীর্ত্তন নৃত্যগীত বেদ বেদান্ত আ-গম তন্ত্র উঠত পড়ত ধরত কৃত এছে গৌরচন্দ্র, নিতাই আন ন্দস্কন্ধ, তাহে প্রেমানন্দে অদ্বৈত চন্দ্র, ভকতগণ সঙ্গে লইয়ে হরি বিলাস রঙ্গে ।। ১২৭ ।।

রাগিণী ইমন। তাল কাওয়ালি।

দানি, দ্রিমত, তানাদেরে না, তানাদেরে নানা, ধিঁয়াং তা, দানিতা দানি, নাদেরে দ্রের, দ্রোরা তোদ্রোর ডোরং তানা, ওদের নানা সারিগামা পাধানি ঘা, ইয়াতা নছঁলের বাণী ।। ১২৮ ।।

রাগিণী ইমন। তাল আড়া।

উমে ভাল করিলি তারিণী ত্রিলোচনা, গো এমা দুর্গে, কমলে বগল বরদা, সরলা, পিনাকাপিঙ্গলা, ঘোর তর, খর তর, রূপিণী সর্ব্বাণী দৈত্যকুল নাশি বয়সী বিগলিত কেশী গো এমা যামিনী কামিনী, গো, এমা যামিনী কামিনী, মোহিনী জননী সিদ্ধেশ্বরী সুরপালিনী, এমা প্রচণ্ড চণ্ড গো

এমা প্রচণ্ড চণ্ড মুণ্ড খণ্ড ভূতল ভাণ্ডা তারিণী দণ্ড উষ্যা কুষ্যা পুষ্যা রূপিণী। অভয়া ঈশ্বরী মাতরী মা, ত্রিপুরা সুন্দরী এমা মোহিনী কামিনী যামিনী জননী ভূতলে ভুরুস্রু ভঙ্গিনী॥ ১২৯॥

রাগিণী ইমন। তাল খয়রা।

মন আনন্দে গুণ গাহেলে, ভজনে চরণারবিন্দ, গোবিন্দ একো। বের২ চন্দ মন্দ ছোড়, দেয় ছেলখ দেয়ছেলেখ, দেয়ছে চরণ, আধে চরণ পীত ধবল, এয়ছে পদপঙ্কজ মদ, চরণ চরণ ধরবি॥ ১৩০॥

রাগিণী ইমন। তাল খয়রা।

নিরুপমা রূপ অনুপম শ্যামা তনু হেরি, হেরি, নয়ান জুড়ায় আ আ আ। সজল কাদম্বিনী জিনিয়ে কুন্তল ভাল, তার মাঝে কামিনী কি দামিনী হেলায় অঞ্জন অধরে আভসে মুকুতা ফল, নীল নলিনী ইব অলিকুল ধায়, আ আ আ ঘন২ হাসে কটাক্ষ, কামিনী করে, কালরূপে শিবের মন সহজে ভুলায়॥ ১৩১॥

রাগিণী ইমন। তাল কাওয়ালি।

কেরে রুনুঘুনু২ বাজিছে রে। চরণ কমলে নূপুর বাজিছে, কালিকে কিবে নাচিছে রে॥ অন্তরায় আড় তাল, জগত ঈশ্বরী, জগতের মাঝে আমি তবে কেন ঈশ্বরচন্দ্র এত দুঃখ পাইছে রে॥ ১৩১॥

রাগ হিল্লোর। তাল মধ্যমান।

রণরুং২ধির ধারা বহিছে। কালীয়ে কামিনী করাল

বদনী করুণা নয়নে চাহিবে। সংগ্রাম ভিতর, অতি ঘোরতর, যোগিনী পিশাচ ফেরে নিরন্তর, বাজে ধাধা গুড় গুড় গুড় গুড় ধাধা ধিধি অট্ট অট্ট হাসিছে॥ ১৩৩॥

রাগি হিল্লোর। তাল আড়া।

হরিষে হেমন্ত অন্ত বসন্ত উদয়। বিরহিণী কমলিনীর প্রাণে দুঃখ কত সয়॥ কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে অলি গুণ২ স্বরে গুঞ্জে বকুল মকুল মুঞ্জে কোকিল পঞ্চম গায়। সুমন্দ মলয়া ঘন বহিতেছে সমীরণ, দেখে দুঃখ দহে মন, মথুরার দিগে ধায়। জাতি যুথী গন্ধরাজ, প্রস্ফুটিত পঙ্কজ, আমোদিত অলিরাজ, মধুলোভে ঘন ধায়। প্রাণবঁধু মধুপুরে, ব্রজপুরে প্যারী মরে, হরচন্দ্র কহে দাস্য ব্রজে গেল শ্যামরায়॥ ১৩৪॥

রাগ হিল্লোর। তাল কাওয়ালী।

আর যাব না যমুনার জল আনিতে। কালশশী বাঁশী রবে পারে কুল মজাইতে। কালা যত করে ব্যাঙ্গ, সহে না সে রঙ্গ ভঙ্গ, তবুত ত্রিভঙ্গ অঙ্গ, জানে মনেতে। অন্ধকারে মিশে থাকে, অপরূপ রূপ দেখে, কেমনে লাগিয়ে চক্ষে, সখী মরি মরমেতে॥ ১৩৫॥

রাগ হিল্লোর। তাল চৌতাল।

জয় জয় শ্যামসুন্দর, অতি মনোহর, রূপ প্রভাকর; জিনি শোভাকরে। সজল জলদ আভা, রতিপতি মনলোভা তাহে বনফুল শোভা, কেশ চিকুরে। খঞ্জন গঞ্জ জিনি চক্ষু সুরঞ্জন তাহে কিবে সাজে দলিত অঞ্জন গোপীগণ মন মোহন ঐ বিহরে॥ ১৩৬॥

রাগিণী ইমন লাট। তাল আড়া।

পিয়াঁলা নাগে নাই ময়দো মভুয়াঁ আর ময়হো কল্লে বলে কেয়হোঁ ডরিয়া মরিয়া মধ্যে মধ্যে হো ডরে আ মাৎ অত মৈছল কেয়াঁ করিয়া ডরিয়া মরিয়া পিয়ারা আনাই ঘরআঁ। ॥ ১৩৭ ॥

রাগিণী ইমন লাট। তাল মধ্যমান।

সখী মন দিলাম মন পাবার আশে সে কি তা জানে না পুরুষ পাষাণ হিয়ে আগে জ্বালে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা। ১৩৮।

রাগিণী ইমন লাট। তাল জৎ।

প্রাণ মন উচাটন হল প্রাণ সজনী। কি জানি কেমন করে দিবস রজনী। প্রাণ সই এসময় হও হে সদয় ও নির দয়, বিদারিয়া যায় হৃদয়, নিদয় হয়ে কত রঙ্গ কর ওহে গুণমণি। অবলা অচলা জাতি, অন্য দিগে নাহি মতি, তুমি হে প্রাণ গতি মতি অরসিকের শিরোমণি ॥ ১৩৯ ॥

রাগিণী ছায়ানাট। তাল মধ্যমান।

জয় জগন্নাথ জনার্দ্দন জলধীর তীরে। বলভদ্র সুভদ্রো সহিত বিরাজিত পাষাণ মন্দিরে। শ্রীচরণ রুহরাজে, রতন নূপুর বাজে, পাতকী তরে অব্যাজে, কথন সংহারে। পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ রাশি, নাম ব্রহ্মাগ্নিতে নাশি, মহাপুণ্য পরশি চলে সুরপুরে ॥ ১৪০ ॥

রাগিণী ছায়ানাট। তাল আড়া।

কেবছোঁ কেব ছমঝও জামনে মানি হো মারি ন্যয়লোহি মানে ব্বর যোরহি। বরাজ নাহি মানে আরে দেবা বাধো বাধো ভেয়েলি ভোর ॥ ১৪১ ॥

রাগিণী ছায়ানট। তাল খয়রা।

বঁধু মধুপানে করহ গমন। কাল বয়ে যায় হায় হায় না হের দাদের দানি তুমদেরে তাদেয়ে তানি। শ্বেতশত-দলোপরে ভয়রায়া য়া য়া শ্বেতশতদলোপরে, ভ্রমর মধুপান করে, পষি কমলঝকারে, মত্ত হও প্রাণধন ॥ ১৪২ ॥

রাগিণী কল্যাণ। তাল খয়রা।

জয়ন্তী জয় বৃন্দাবন মোহিনী। বৃষভানুনন্দিনী কমলিনী রাধিকে। শ্যাম মন মোহিনী ত্বংহি ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী ব্রহ্মাণী শিবাণী ইন্দ্রাণী। চারুপদ্ম কারিকে ত্বংহি রক্তবীজ নাশিনী অসিতবরণী শতানন বিঘাতিনী ব্যক্ত ভুলোকে গোলোকে স্বরলোকে। অখণ্ডব্রহ্মাণ্ড চারিকে চণ্ডমুণ্ড দণ্ড কারিকে দুর্জ্জয় জন দণ্ড খণ্ডিকে। চরণারবিন্দে হরচন্দ্র বন্দে কহে অন্তিম সময় রাধে রাধে যেন তব নাম মোক্ষ-ধাম অবিশ্রাম জপে এই পাপ মুখে ॥ ১৪৩ ॥

রাগিণী কল্যাণ। তাল খয়রা।

আর মাই ব্রজকিশোর দরশন বিনে ছলছল প্রাণকমল পত্তর, নেছো ছনমল ছুঁয়ন নেই মেরি, যোদিন ছোঁহারি যোদিন গায়ো ছোদিন মহাহনে না জাও ॥ ১৪৪ ॥

রাগিণী কল্যাণ। তাল তিওট।

বাঁকা শ্যামের মোহন বাঁশীর রবেতে, সখী রহিতে নারি কুঞ্জেতে, বাঁশীর ভিতর এত রস, বাঁশীরবে জগতবশ; বাঁশীর দাসী হয়ে আসি গহন বনের মাঝাতে ॥ ১৪৫ ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল আড়া।

মনের সুবর্ণ আমার বিবর্ণ হয়েছে। হায়তায় পাপখাদ কত মিশায়েছে। জ্ঞানগ্নিতে গলাইয়ে, আনন্দ সোহাগা দিয়ে, খাঁটি করে লব আমি শ্রীনাথেরি কাছে॥ ১৪৬ ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান ঠেকা।

এবার মিলন হলে তারি সনে। সেই কখন বিচ্ছেদ আর করিব না জেনে। অনুকূল হয়ে বিধি, যদি দেয় সে গুণনিধি, মনসুত দিয়ে বাঁধি অতি যতনে। মনে মন মিলাইয়া, রাখিব তায় ভুলাইয়া, অন্য স্থানে যেতে তারে নাহি দিব প্রাণ পণে॥ ১৪৭ ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল আড়া।

আরে এমাই ব্রজকিশোর দরছল বেন্য ছঁল ছঁল ক্রলন পরত নোছদেন সেন ছয়লো নেই মেরি যোদিন গেয়া ছহনে না জায়ারা॥ ১৪৮ ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল ঠেকা।

নব নাগর রূপ যবে পড়ে মনে। প্রাণ কেমনে করে অন্যে কি জানে। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, কি দিব উপমা, আমি যে বরিক্ষে চন্দ্রাননে পীতাম্বরে বাঁধা ধড়া, শিরেতে মোহন চূড়া, অপরূপ রূপ অতি জিনেছে নবঘনে॥ ১৪৯ ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল ঠেকা।

তবে কিগো তোমার তারা নামের মহিমে। দীনে তরাইতে যদি করগো গরিমে। আগমে শুনেছি আমি,

দীন তরাইতে তুমি, পতিতপাবনী নাম ধরেছ ভীমে। শিব বাক্য আছে তারা, তুমি গো ত্রিতাপ হরা, সে কথা অন্যথা জানি নাহি হবে কোন ক্রমে ॥ ১৫০ ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল খয়রা।

আমার রসনার বাসনা আছে ডাকি মা তোরে গো। আমার মন পাজি, না হয় রাজি, বাদীদেয়ো মোরে গো। দেহের মধ্যে রাজা মন, মন্ত্রি আজে ছয় জন, প্রজা সব ইন্দ্রিয়গণ, সদা ভয় করে গো ॥ ১৫১ ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাল আড়া।

নতুবা সকলি আকাশ। মহামায়া রূপে তোমার মহিমা প্রকাশ। দারা পুত্র পরিবার, সব দেখি অন্ধকার, হর মায়া সার ভাব, কর গো নৈরাশ। বেঁধেছ অলক্ষডোরে, স্নেহ মোহ আদি করে, কেমনে ডাকি তোমারে, না সরে নিঃশ্বাস কর্ম্মে হলেম জ্ঞান হত, বিদায় দে জন্মের মত, আর বা সহিব কত, আমি দীনদাস ॥ ১৫২ ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া।

করিছ বিষয় যাগ সংসারাকুণ্ডে। পরধন তৃণ সম সদা কি মুণ্ডে। জেলে মমতা দহন আহুতি দিতে প্রাণে স্নেহে হবি অহং মাত্র অজ্ঞান ওরূপ দণ্ডে। আপনি হয়েছ হোতা আচার্য্য পরিবার বাধা আছে ধর্ম্ম উষ্ণিকঃ শিরে সবাকার এ যজ্ঞ উপার্জ্জন দক্ষিণা অন্তে পাবে মন এখন না বলিলি কালী একবার তুণ্ডে ॥ ১৫৩ ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া।

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম্ম তুমি কর লোকে বলে করি আমি। পঙ্কে বদ্ধ করিকর পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি কারে দাও শিবত্ব ভার মা কারে কর অধোগামী। নিজ গুণে কর দয়া, দেহ দীনে পদছায়া, ভক্তি মুক্তি তুমি তারা অহং ভুজং ন জানামি ॥ ১৫৪ ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া।

পিরীতের অপমান শুনে প্রাণ আর বাঁচে না প্রাণ। শিশিরে কমল লুকায় এ কোন বিধান। শুন প্রাণ তোমারে বলি, একহাতে কি বাজে তালি, দুই হাতে না বাজাইলে কিসে বাজে বল প্রাণ। দুজনে সমান হলে, না ভাঙ্গে প্রেম কোনকালে, হায় এই ছারকপালে, প্রেম না হতে বিচ্ছেদ বাণ ॥ ১৫৫ ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া।

প্রাণ সঁপে প্রাণ পেলেম না প্রাণ প্রাণ দহে এই খেদে। প্রাণাধিক ভেবে তারে প্রাণ তারে প্রাণ কাঁদে। প্রাণ দিয়ে প্রাণ আনন্দ হয়ে, প্রাণ গেছে সরেছে প্রিয়ে, তুমি প্রাণ দেখ মা চেয়ে, প্রাণ সাঁপ[illegible] কি [illegible]দে ॥ ১৫৬ ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

দুখদা দুঃখ [illegible] দেতাছয়লা। প্রেয়র [illegible] রাঙা [illegible] নিতিং নেতনাগা

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া।

কি করি মনকরি মত্ত অনিবার তারা। ভ্রমিছে বিষারণ্যে প্রাণপণে না দেয় ধরা। পরমার্থ পঙ্কজ বন, সদা করিছে দলন, নিষেধ পাশ মানেনা বারণ আমি ভক্তি বল হলেম হারা ॥ ১৫৮ ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া।

সুধু আঁখির মিলনে। প্রাণ আর বাঁচে কেমনে। কি বলিব হায় হায়, রয়েছি চাতকী প্রায়, মেঘে কি পিপাশা যায়ঃ বিনে বারী বরিষণে। যে যার করয়ে আশা, সে সময় এই দশা, অস্থির হয় প্রাণে ॥ ১৫৯ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জৎ।

পাগল বেটা ভাল জ্বালে,ছুটি অভয় চরণ সকল নিলে। রাখিলে না কোন ছাওয়াল বলে, পাগ্‌ল বেটী তারি কেনা পাগলের কথাতে চলে। আমি ডাকিলে দেয় তা সাড়া বুঝি কাণের মাথা খেলে। প্রথম কালে পাবার আশা ঘুচালে বুঝি কালে কালে। তখন কালী কালী বলিব মুখে কালে এসে ধরিলে চুলে ॥ ১৬০ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান ঠৈকা।

ঐ যে বাজে বাঁশী গোকুলে। শুনে হই আকুল বুঝি রহিতে না দিলে কুলে। আমরা গোপের বালা, না জানি বাঁশীর ছলা, কি জানি কি করে কালা, অবলা বধিলে। শুনিয়া বাঁশীর গান, দেহেতে না রহে প্রাণ, কুলঃ শীল অপমান, সব যায় দুরে। কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি, যদি পাই বনমালি, হয় হবে কুলে কালি, কি হবে ভাবিলে ॥ ১৬১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

কালী নামে ঘোর জোর ডঙ্কা বাজিল। শত্রু সমাজে সংগ্রাম না হইল। দয়াদি শ্রদ্ধা ক্ষমা, সমরে পণ্ডিত তারা মা, সেনাগণ মাঝে যেন আপনি সাজিল। দুরন্ত অসুরের কুল, বুঝি হয় সমূলে নির্ম্মূল, একেবারে মজিল॥ ১৬২॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জৎ।

সহায় থেক নিদান কালে। আমি তোর গরবে গরব করি মানিনে আর শমন বলে। কাল বলি মহাকাল, কালে কোন তুচ্ছ কাল, কত কাল পড়ে আছে শ্যামা মায়ের চরণ তলে। যখন এসে ধরিবে শমন, তুমি তারে করিবে দমন, এই মনে করেছি তারা ডাকিব তখন তারা বলে॥ ১৬৩॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল জৎ।

কাযকি আমার মুক্তিপদে। যদি ভক্তি থাকে দুর্গানামে মাকে ডাকিব মনের সাধে। সালোক্য সাযুজ্যমুক্তি নির্ব্বাণ আদেশ শিব উক্তি, ভক্তি মুক্তি করতলে আসক্তি যারহৃদে। কালীনামে পেলে অন্ত, কি করিবে এসে কৃতান্ত, শ্যামা মার চরণ পাব অন্তে, তুচ্ছ হবে ব্রহ্মপদে॥ ১৬৪॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

অন্যে কে জানে কালীর অন্ত মহাকাল বিনে। তবু সব নয় কিঞ্চিৎ জানেন মৃত্যুঞ্জয় আপনে। কালী চরাচর ব্যক্ত অপ্রচ উক্তবটে পটে বেদাগমে পুরাণে বলে অখিল ব্রহ্মাণ্ডে শ্বরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী অনন্ত অজ্ঞাত ইথে দিন কোন ক্ষণে॥ ১৬৫॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

তারিণী কেমন তোমার করুণা। যত ডাকি বারে বারে একবার ফিরে চাও না। দীন দয়াময়ী নাম ব্রজে এইরটনা। তবে কেন এ অধীনে কিছু দয়া হলো না। ওগো পাষাণের তনয়া বুঝি পাষাণীর স্বভাব গেলনা॥ ১৬৬॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

রাধে কি অপরাধ হলো। এত দিনে বুঝি আমাদের শ্যাম বাম হলো আমাদের কৃষ্ণ বাম হলো মুখেতে অমিয় ক্ষরে যার অন্তরে গরল। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে শ্যাম, রূপে গুণে অনুপম, অবলা বধিয়া হরি মথুরাতে গেলো। যথা আছে গুণমণি, যাই চল সজনী, লোকে অপযশ গাবে রাধে শ্যাম বিরহে মলো॥ ১৬৭॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

করুণাময়ী তোমার মোনে কি গো এই কি ছিল। হরি সুত হয়ে আমায় নীচ পথে যেতে হলো। ভাইবন্ধু দারা সুত, সকলি ধনেতে রত, ধন থাকিলে তারা করে সমাদর, আর ধন না থাকিলে তারা করে অনাদর, নির্দ্ধন পুরুষ আমি, নির্দ্ধনের ধন তুমি, মা থাকিত আমার এত দুঃখ হলো॥১৬৮

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

কে বলে তোমারে দীন দয়াময় হরি দীন দয়াময়। তোমার সমান আর না দেখি নিদয়। আর এক গুণ বলি, সর্ব্বস্ব নিলে হে বলির, ছল করি পাতালেতে রাখিলে তাহায়। প্রাণপ্রিয়ে জানকীরে, বিনা দোষে দোষী করে, বনবাস দিল তারে, শুনে খেদ হয়॥ ১৬৯॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল খয়রা।

শ্যাম ধন কি সবাই পায়। মন বুঝে না একি দায়। ইন্দ্র আদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ করি ভাবি তায়। সদানন্দ সুখে থাকি যদি শ্যামা ফিরে চায়। মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র যে পদ না ধ্যানে পায়। নির্গুণ কমলাকান্ত তবু সেচরণ চায়। ১৭০

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

কালী গোপনে গোকুলে আসি শ্যাম হয়েছ। শিবের জীবিত পদ কারে দিয়েছ। ত্যজে নরশির মালা; গলে দোলে বনমলা, ত্যজে অসি, লয়ে বাঁশী রাধা বলিছ এখন রাধা বলিছ ॥ ১৭১ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

দোষ গুণ আমারে কি বল গো জননী। দোষ গুণ সব তুমি, সকলি আপনি। তুমি যন্ত্রি আমি যন্ত্র বাজাও গো যখনি। নিরন্তর তব বশে বাজিবে আপনি। যদি যন্ত্র রাখ এনে, শত জনার মধ্যখানে, যন্ত্রি নাহি হলে তায় কে বাজায় গো জননী ॥ ১৭২ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

ওগো নিদয় রাজনন্দিনী, কত গুণ প্রকাশিবে গো অধীনে। তুমি আশুতোষ দারা, ভবার্ণবে ভীত হরা, এদিনে বঞ্চিলে মোরে কেন গো ওমা তারা। কেন গো অধীনে মায়া

ফাঁদে বেঁধে মন, তাহে বিড়ম্বনা কেন, মা হয়ে এত কঠিন হইলে কেমনে। গো তারা হের করুণা নয়নে, জ্ঞান যোগ বিতরণে, ভব বন্ধন মোচনে, ত্রাহি গো ও মা তারা ত্রাহি অকিঞ্চনে ॥ ১৭৩ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

হৃদয়ে দিলেন স্থান, তবু না জুড়াল প্রাণ, বল সখি রাখিব কোথায়। যদ্যপি নয়নে রাখি, তবু না জুড়ায় আঁখি, বল সখি রাখিব কোথায়। অন্তরের বাহির হলে, দুঃখানলে তনু জ্বলে, কাছে রাখিলে পোড়া লোকে, কহে রাখাল কুচ্ছ তোলে, কি করিব হায় হায় ॥ ১৭৪ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

কি হবে তারিণী তোমারে দিলে ভার, প্রবল গো সকর্ম্ম আপনার। সুসাধকে পায় ত্রাণ, সাধনের গুণে মা অভাজন, শক্তি দীন হীন দুরাচার, ভজন সাধনের মন, নাহি যার কদাচন, তোমারে কি কব বল, কর্ম্মফল আপনার ॥ ১৭৫

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

কি হেরি গো জলদ বরণ। পীত বসন কিবা হয়েছে ভূষণ। মৃদু মৃদু হাসি, বাজাইতেছে বাঁশী, নাচাইছে নয়ন খঞ্জন। কহে অকিঞ্চনে, শ্রীরাধে ভাব কেনে, শ্যামের অঙ্গেরি ভূষণ। তুমি আর নটবর, নাহি ভেদ পরস্পর, গোকুলে সকলে জানে নহে সে গোপন ॥ ১৭৬ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল খয়রা।

আজু কাজেরিসাঁদেলেরা নন্দজিকা ডেরা। রবাব কাহলে বীণা সারিঙ্গ জগঝম্প ডব মৃদঙ্গ, সা রি গা মা সারিংসুর গায়রি মঙ্গলেরা ॥ ১৭৭ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঠেকা।

জননী জানা গেল মা যে জানে কল, শিরে হতে পাড়ে কল, তবে কেন আমারে বিফল গো জননী। তরুর মূলেতে বসি ভাবিতেছি দিবে নিশি কত দিনে ফল খসি পড়িবে না জানি ॥ ১৭৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

বল দেখি প্রাণনাথ একেমন তোমার বিধান। না হতে প্রেম আলাপন আগেতে বিচ্ছেদ বাণ ॥ অনেক রসিক আছে তুল্য নহে তব কাছে, আর কিবা কায আছে, মানে মান থাকে মান ॥ ১৭৯ ॥

রাগিণী পরজ। তাল মধ্যমান।

দিবানিশি সম জনে নিস্তার তারিণী। ঘোর অন্ধকার গারে, সদা বন্ধ মায়াডোরে, অন্ধকারে পরে ডাকিগো জননী। দ্বিজ রামচন্দ্র ভণে, কাঁপে তনু সঘনে, ওড়ুম্বর রবিসুতে ত্রাহি নারায়ণী ॥

রাগিণী পরজ। তাল কাওয়ালি।

ধাতিনা তেলেনা দ্রিম তানা দেরেনা দেরেনা, ইয়া দোস্তরে দারে তোমদ্রেদানি, তাদেরেদনি, তারে

দানি দিম, দাদ্রেব দ্ররদেহ দানি তেলেনা দিমও তানানানাহ হাঁমছে খবর লেঃ ।। ১৭৫ ।।

রাগিণী পরজ। তাল মধ্যমান।

অপার সংসারার্ণবে দুর্গা নাম সার ওরে মন দুর্গানাম বিহীনে, পথ না দেখি নিস্তার ওরে মনঃ শ্রীগুরু চরণে বল কেনে মন রহিল ভুলে, সংসার জলধি জলে না জানি সাঁতার ওরে মনঃ ।। ১৭৬ ।।

রাগিণী পরজ। তাল আড়া।

আগো তারা নিস্তার করুণাময়ী, ভবভয় ভীত জনে, সুখদা মোক্ষদা নাম শুনেছি পুরাণে, তরিতে তারিণী তব, আছে চরণে, ত্রাহি ভীত শমন ভয়ে, কম্পিত এ নিরাশ্রয়ে, কি হবে উপায় বল না, এ মাগো শ্যামা কমলা কান্তেরপানে যদি না হের নয়নে, দয়াময়ী নাম তবেধর কোন গুণে ॥১৭৭

রাগিণী পরজ। তাল মধ্যমান।

কৈ সে এখন কেন এলনা আলোসই চঞ্চল হইল প্রাণ যাউক প্রাণ কোথা প্রাণ, প্রাণ প্রাণ করিয়ে মন স্থির হয় না তুমি যে বলিলে সই, এখনি আনিব কৈ বলনা বিলম্ব দেখিয়ে অঙ্গে অঙ্গ ভার সয়না ।। ১৭৮ ।।

রাগিণী পরজ। তাল তিওট।

বল দেখি মা তোরা আমার কি সুখের ঘরকন্না ব' সর অন্তর এসেন গৌরী তিনটি দিন বৈ রন্না। শুন গো জামাতার গুণ, তিনি অতি নিদারুণ, সহজে নির্গুণে ও তার

কপালে আগুন। না আনিতে গৌরী এসেন খেপা ত্রিপুরারি গৌরী দিবার পর গিরি বলে দেন ধন্না ॥ ১৭৯ ॥

রাগিণী পরজ। তাল তিওট।

আলোসই কেন পিরীতি করিলাম। আপনা খোয়াইলাম অবলা অন্যমতি কিছুই বুঝিতে নারিলাম। সুজন কুজন সখি আগে না বুঝিলেম। পরম রতন লয়ে ক্ষণেক সুপিলেম সোণার বরণ তনু কালি করিলাম। জলের সিওলি যেমন স্রোতে ভাসাইলাম ॥ দ্বিজ হরিনাথেরবাণী আগে না বুঝিলাম মজাব বলে আপনি মজিলাম ॥ ১৮০ ॥

রাগিণী পরজ। তাল মধ্যমান।

আগে নাহি জানি আমি সই, তার পিরীতে মজে ছিলাম, লাভে হতে একুল ওকুল দুকুল অকুলে ভাসালেম। আগে নাহি জানি মনে সে এমন নিষ্ঠুর হবে বল দেখি আর কি বিচ্ছেদ সাগরে ঝাঁপ দিলাম ॥ ১৮১ ॥

রাগিণী সুহিনী পরজ। তাল কাওয়ালী।

আম চড়ে চতুরাঙ্গ দোল ছাঁজে লঙ্ক বঙ্ক গড়ে চতুয়াঁরি নাকোকপি মুখ এদোল বাজে, নারদ ঝাঁকে বীণা বাজয়ে সারিগামা পাধানি ছাঁ শনিধপদ্ধাতিঙ্গা দিগ গুড় গুড়২ তাতা দ্ধিনা তাতা দ্ধিনা কেঁঙ্গ, দ্ধিকেৃ২ কেঙ্গ ছারি গঙ্গা মধুমানি গায়তে। তানা নানা ওদের দানি দিম তানা মৃদঙ্গ বাজে ॥ ১৮২ ॥

রাগিণী শুহিনী পরজ। তাল কাওয়ালী।

এতেনি মোনতি মঁরিরি কহিয়া ছায়চ নেপট কপট

ভোয়াঃ জব যন ছুঁয়য়া, প্রমকি নাম ছোঁয়া, বকি তবহু কুবুজপ্যেয়া ।। ১৮৩ ।।

রাগিণী শুহিনী পরজ। তাল খয়রা।

মাইগুন্থলা এমানা ফুলনিছরা অজুছোহাগে বানিবানেড়া বানিছয় এলি এরে ফুল অরয়া। বাঁছ বাঁছিলা ছুগন্ধা নিছে রারে। আজুছোহাগে বানী বানেড়া ।। ১৮৪ ।।

রাগিণী শুহিনী পরজ। তাল আড়া।

নিরুপমা কার বামা অসুর সমরে। সদা হুহুঙ্কার রবে দনুজকুল সংহারে।। করে অশী, মুক্তকেশী, নবীনা বামা ষোড়শী অধরে ঈষদ হাসি, মত্তরণ সাগারে। গলে দোলে মুণ্ডমালা, কি অপূর্ব্ব বল লীলা, চরণে পড়ে ভোলা, শব শিশু কর্ণপরে ।। ১৮৫ ।।

রাগিণী শুদ্ধ কানেড়া। তাল খয়রা।

ছুর ছঁগ্ররাজ ছোহে কাঞ্চনেকা রতন ছিহা ছনেব এটে ত্রারিছিতারাম গায়ে গুণি, ছারিগামাগায়ে গুণি, সারি গামা পাধানি ধানি নিধা পামাগারিছাঁঃ বাজে মৃদঙ্গ ধেলেতাং ধিতি রানা তিতিআনাও দিম, তানা নানা নাদের দিম তৃছি আলা পাছথি আনাজ্ঞায়য়ে নিবল মগরিছাঁ ।। ১৮৬ ॥

রাগিণী শুদ্ধ কানেড়া। তাল তিওট।

নিজ গুণে নিস্তার তনয়ে মা কে আছে আর আমার তারা তোমাবিনে, বিষয়েতে মত্ত সদা ভাবে চিত এমম দুষ্কৃত নাহি ত্রিভুবনে, নির্গুণে সগুণ তুমি অকৃতি সন্তান আমি নাহি কর অনাদর দীনহীনে রেখমনে ।। ১৮৭ ।।

রাগিণী শুদ্ধ কানেড়া। তাল খয়রা।

গিরিবর বালিকে পুঞ্জ২ তমনাশিনী পঞ্চাশত বর্ণরূপিণী পঞ্চানন হৃদি চারিণী প্রমদা দায়িকাবগলে বরদে ব্রহ্ম-রূপিণী ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড জননী চণ্ডমুণ্ড নিধন কারিণী, মুণ্ডমা-লিকে ॥ ১৮৮ ॥

রাগিণী বাগেশ্বরী কানেড়া। তাল কাওয়ালী।

আরে মায়ী কারকে, কাযরাণী, আরি ছোমেরি মাই, আরে নোরা এ নারী, কাহেকে জাগায়ে, ছোড়দে কারকে২ কালাআঁ। ঘর২ কে মধুমাতি, ভৈইলীকু আঁরো ॥ ১৮৯ ॥

রাগিণী বাগেশ্বরী কানেড়া। তাল আড়া।

প্রাণকেন পরের কারণ, সদা জ্বালাতন, সে যেমন কঠিন তার সনে হলো প্রেমো কর নিবারণ ॥ ১৯০ ॥

রাগিণী বাগেশ্বরী কানেড়া। তাল আড়া।

আগোমুক্তি প্রদা মুক্তকেশী করাল বদনী, শবেশিবে হয়ে ভবে ভব নিস্তারিণী, তারা কে জানে তোনার মর্ম্ম, তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম ইচ্ছা সুখে কর কর্ম্ম ইচ্ছারূপিণী, কমলাকা-ন্তের এই, শুন দীন দয়াময়ী, চরমকালেতে দিও চরণ দুখানি ॥ ১৯১ ॥

রাগিণী বাগেশ্বরী কানেড়া। তাল কাওয়ালী।

কেরে করাল বদনী কালীকমলা, কপালিনী, ওকেনাচে রে কার কামিনী, নগেন্দ্র নন্দিনী, দীনদয়াময়ী পাপতাপ হারিণী, বিশেষ ভাল নারায়নী একে বয়সনবীন বলহি ললনা ভীষণা দনুজ কুলে শশিভালেরে শূলিনী ॥ ১৯২ ॥

রাগিণী বাগেশ্বরী কানেড়া। তাল আড়াখেমটা।

কাহি মিলায় দেরে নবনীরদ বরণ, নন্দকি নন্দন, গোপী মোহন, মোনচোরে বাঁশী বাজায় কে কুলনাশক, রমণী মনোরঞ্জক, নন্দকিশোরে ॥ পরাপীতাম্বর মনোহর মাধুরি মুঠাম জিনিয়া তড়িত চিকুরে, গিরিগোবর্দ্ধন ধারক পূতনা বক নাশক সকট ভঞ্জক বিহারক যমুনা তীরে রাধার ধন মদনমোহন দরশন করাও আমারে ॥ ১৯২ ॥

রাগিণী কানেড়া। তাল মধ্যমান।

গোশিবে মন মজিবে, মন ভৃঙ্গ তব চরণে বাজিবে বি-য়ের রসনা, আশা জ্ঞানহীন তার অবিশ্বাস, এ বাসনা করে ঘুচিবে। বাসনারি যে বাসনা সদা করে উপাসনা; এ বাসনা সুসান্তনা, সুমন্ত্রণা করিবে ॥ ১৯৩ ॥

রাগিণী কানেড়া। তাল ঠেকা।

যারে২ ভ্রমরা ছান্নুয়া রূপে আহার, ন্যা ন্যনা দের যে-দিন গিয়াহ্রি ছোদিন ছহনে নাযার ॥ ১৯৪ ॥

রাগিণী কানেড়া। তাল জৎ।

কার রমণী নাচেরে ভয়ঙ্করি বেশে। কেরে নব নীল জলধরকায় হায়২ কেরে হরহৃদি হরপদ দিগবাসে। কেরে উন্নতকুচ কনিকায়; শতদলে অলি গুণ২ করিয়ে বেড়ায় অতিহৃষ্টমনে, সভুজঙ্গ গণে, নাভিপদ্মবনে ত্রিবলির ছলে, দংশিল আশে ॥ ১৯৫ ॥

রাগিণী কানেড়া। তাল আড়া।

ঐ যে সজনী পুনঃ বসন্ত ফিরে এলো। অভাগির প্রাণ সখা কৈ আসি দেখা দিল ॥ হুতাশে প্রাণ দহিবে সজনী

ই ই ই বলনা কে নিবারিবে কুলশীল সব যাবে এই কি কপালে ছিল। আমি নারী পতিহীনা বসন্ত জানিয়া মনে, প্রহারিবে পঞ্চবাণে সেকেন বুঝিবে বল ॥ ১৯৬ ॥

রাগিণী কানেড়া বাহার। তাল তিওট।

কালী করাল নরমালা ভূষণা। আগো বসন্তে বিরাজে বামা, সুসন্দনা অনুপমা নবীনা নব যৌবনা রস যোগে রসনাথ দিগবসনা বিকট দশনা। নবীন নিরদ বরণী উরু রামরম্ভা জিনি, অন্তর দলনা ॥ ১৯৭ ॥

রাগিণী কানেড়া বাহার। তাল তিওট।

বিতি তানানা ফুলোবনে২। কি আর এখনে ধনী অধর চাপিয়া দশনে। এখানে মদনে, অঙ্গ জ্বর২ কাঁপাইছে থর২ বুঝি কান্ত নাই, নিকেতনে তাই, ঘন বরিষে বারি লোচনে ॥ ১৯৮ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

দেখি নয়নে তোমার। তিন সিন্ধু মিসাইছে সুরাসিন্ধু সুধাসিন্ধু বিষাসিন্ধু আদি প্রাণ বাড়বানল সঞ্চার। এ কেমন নয়ন তরি, মন আরোহণ করি, হতে ছিলাম পার এমন সময় এলো পলক পবন প্রাণ দহে ডুবিল আমার ॥ ১৯৯ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

চাইলে যে ধন কোথা পাবি। পড়ি মহামায়ার মায়াতে কালের হাতে আট্‌কে যাবি। ভবের পারে পথ হারালে ডেকে কারে শুধাইবি! তখন এ ঘোর কণ্টকের বনে সঙ্কটে প্রাণ হারাবি ॥ ২০০ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

ঐ শোনগোসই সারিশুকের গান। সজনী বুঝি রজনী হয় অবসান ॥ তিমির ঈষদ নাশে, কোকিল ডাকে ডালে বসে, ভ্রমর গুণগুণ স্বরে করে ফুলে মধুপান ॥ ২০১ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

কেন প্রাণসখী কেন উড়ু২ সদাই করে। একে প্রাণ আছে দগ্ধ বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ শরে। অবলা রমণী আমি, বিদেশেতে গত স্বামী, নিবারণ কেবা করে। পতি জানে সতীর ব্যথা, অন্যেতে জানিবে কি তা, পরের বেদনা কোথা জানিতে পারে পরে। পরের দুঃখ দেখে পরে সদা হাসি খুসি করে, তাহাতেম দনের শরে, প্রাণ কেমন২ করে ॥ ২০২ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

আমার যেমন মন তার কি তেমন সই। তথাপি তা-হার আমি অধিনী হইয়ে রই ॥ না দেখিয়া তার মুখ, বিদ-রিয়ে যায় বুক, তথাপি ভাবি দ্বিগুণ। আমার কপাল কেমন আমি তার কেউ নই ॥ ২০৩ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

ওগো তার কথায়২ অভিমান তারে কত সাধিবা হইয়ে চোরেরপ্রায় আল প্রাণসখী হইয়ে চোরের প্রায় কত আমি থাকিব। আমি যত সাধি তারে, সে থাকে মানভরে, অভি-মানী হয়ে আমি পরাণে কি মরিব ॥ ১০৪ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল তিওট ॥

আরে আমি আগে বুঝিরে সই পিরীতি করিয়ে পরাণ

গেল। সুজন দেখিয়ে যারে সঁপেছিলাম প্রাণ সে জন আ-মারে মনে না করিল ॥ ২০৫ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল মধ্যমান।

আমি বল কি করি, শ্যাম বিরহে মরি সই। প্রথম মিলন কালে, গগণচাঁদ করেতে দিলে, এখন কালা কুটিলে, গেল পরিহরি। ললিতে বিশাখা জানে, একদিন নিধুবনে, বলেছিলে কানে কানে, তোমা ছাড়া নহে প্যারী ॥ ২০৬ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল তিওট।

একি হেরিহে ওহেগিরি নয়নে সুবর্ণবরণী প্রাণ নন্দিনী গৌরী কালী হলেন কেমন। আভা রবি শশী, যাহে নাশে মসি, এখন মুক্তকেশী, সদাশিব চরণে। মায়ের ভালে অর্দ্ধ ইন্দু, সিন্দূরের বিন্দু, লুকাল গিরীন্দ্র সেরূপ বিরূপ না সহে প্রাণে ॥ ২০৭ ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল ধ্রুপদ।

জগদম্বে জয় করি শঙ্করী উমা শঙ্কর দারা। উমে ধূমে ভীমে এমা অজিতে, অপরাজিতে শিব ব্রহ্ম আরাধিতে, ত্রিগুণ ধারিণী, ত্রিতাপ হারিণী, কলুষ নাশিনী তারা তারা এমা ত্বংহি সাধ্যেত্বং অসাধ্যে ত্বংহিআদ্যে ত্বংহি মহাবিদ্যা দুর্গে গতিস্তং২ মতিস্তং মা গণেশজননী ত্বংহি তারা নিরাকারা এমা ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী বারাহিতং কৌমারী কৌষিকি কর্ম্মফল প্রসুতং চণ্ডমুণ্ড দণ্ড কারিকে অম্বিকে অম্বালিকে এমা রক্তবীজ নাশিনী বীজরূপিণী পাপহরা দ্বিজ হরচন্দ্র চরণার বিন্দ বাঞ্ছিতং অহং কুমতি গতি মুক্তং ভজনং

পূজনং সাধনং ন জানামি ত্বংহন্ত্রী রবিস্মুত দুত করে যেন হইনে সারা ।। ২০৮ ।।

রাগ দীপক। তাল চৌতাল।

জয় বিঘ্ন বিদারন বিরদবরবারণ বদন বিকাশ। আদ্যা শক্তি মানসাৎগজ, সুদৃশ্য হাস্য আস্য গজআসনোপবেশন সুখেতে জলজ প্রভাকর কিরণ চরণে প্রকাশ। তাহে গুঞ্জরে সুমধুর রত্ননূপুররবে লজ্জিত গুঞ্জিত মধুকর বর হেরি লম্বোদর বরণাসিন্দু সনে বিঘ্নহরে কাটে কালফাঁস ॥ ২০৯ ॥

রাগ দীপক। তাল ধ্রুপদ।

এমা অন্নপূর্ণা রক্তপদ্মাসনা কাশী পুরাধিশ্বরী রাজরাজেশ্বরীরূপা। অনন্তা অচিন্তা ত্রিলোক আরাধ্যা আদ্যাশক্তি ত্বংহিভক্তি মুক্তি অশ্বরূপা। নন্দসুতা আনন্দদায়িনী সদারিনন্দ ঘাতিনী, নগেন্দ্রনন্দিনী, ত্বংহি তারা ভবভয় হরা ভজ ওলাধ পরাৎপরা, নিরাকারা, সাকারা, ত্বংহি তারা অচিন্তা অজপা ।। ২১০ ।।

রাগ দীপক। তাল মধ্যমান।

সংসার কৌতুকাগারে আছি মত্ত হয়ে কালী। মা পরমার্থ তত্ত্ব গুরুদত্তধন মমনো বিষয় সকলি। মা যখন অরুণ অঙ্গজ ভবন যাইব তখন কি বলে মন তাহারে ভাণ্ডিব বুঝি এ কুল ওকুল দুকুল হারাব বুঝি মজিব মা মা মা হায় বিপক্ষ সমীপে দিবে করাতালি মা সে যে দুর্জ্জয় যন্ত্রণা কে করে শান্তনা, সে সঙ্কটে নাহি কিছুই মন্ত্রণা, হরচন্দ্র ভণে ভেবে কিছু না মা মা মা তখন উপায় করেছি স্থির তারি মুখে দিব কালি ॥ ২১১ ॥

রাগ দীপক। তাল কাওয়ালী।

হৃদী নলোৎপল দলিতাঞ্জন মরি কি চিকন কালিয়ে বরণ চরণতলে, খঞ্জন জিনি চক্ষু সুরঞ্জন মদনমোহন লেশ চিকুরে চূড়া বামে হেরে অতি সচিক্কণ জিনি নবঘন বরণ নখরে নিখর কটি শশধর কিরণ শোভন ধরাতলে অন্তিম শমন দমন কারণ তব যুগল চরণ এই আশে ভণে রামশীলে ॥ ২১২ ॥

রাগিণী যোগিয়া বেহাগ। তাল আড়া।

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে খেদে বিষাদে সই কান্দে প্রাণ। নিরন্তর অন্তর জ্বলে না হয় নির্ব্বাণ। যদি যায় যমুনার জল, প্রাণ জ্বলে মলয়া হিল্লোলে তাহে কাল কোকিলে হানে হানে কুহুং বাণ ভ্রমরা গুঞ্জরে ঘন তাহে মন উচাটন, নিবারণ জুড়াতে নাহিক স্থান, প্রস্ফুটিত নানা ফুলঃ সলিলেতে সুকমল হেরিয়া ধৈরজ বল কেমনে ধরিবে প্রাণ॥ ২১৩॥

রাগিণী যোগিয়া বেহাগ। তাল মধ্যমান।

আমি তাই সুধাই তোমারে গো ওসখি। পতি অভাবে সতী হয় কখন সুখি। দেখ মলয়া সমীরণ কাষ্ঠ করে চন্দন প্রাণসই দেখসই সমীরণে অবলার প্রাণে সদত রাখ অসুখি যদি কুল শীল যায় হাসে রিপুচয় প্রাণসই তবে করে বিষপান ত্যজিব এ প্রাণ নতুবা হব আপ্তঘাতকি॥ ২১৪॥

রাগিণী যোগিয়া বেহাগ। তাল মধ্যমান।

দুর্গানামে এম্নি ডঙ্কা নাহিক শঙ্কা লঙ্কাজয়ী হলেন রঘুনাথ। দেখ নাম পুণ্য জোরে শমননগরে নাহি যেতে হয় রে মন অতএব করহে সকর্ম্ম, জপ নাম ব্রহ্ম দুরাচার মন,

যদি এড়াবি কালের হাতে, ও মন হৃদিপদ্মোপর সদা চিন্তা কর চিন্তামণির আরাধ্য কালীতারা নাম জেনে মোক্ষধাম পাবি শমন ভয় এড়াবি, চলে যাবি রাখি এ পশ্চাৎ ॥২১৫॥

রাগিণী যোগিয়া বেহাগ। তাল ঠেকা।

মন রে সকলি অসার, ভাই বন্ধু পরিবার, তব দেখ কেবা কার, মুদিলে নয়ন হবে সকলি অসার, নলিনী দলগত জলবত তরলং তদ্বজ জীবনমতিশয় চপলং অতএব ওরে মন চেষ্টা কর সারাৎসার ॥ ২১৬ ॥

রাগিণী যোগিয়া বেহাগ। তাল মধ্যমান।

চল ভবের হাটে মনঃ করিব বাণিজ্য কার্য্য শ্যামামায়ের নিকটে মন বোঝা নাহি যায় ভাবে, লাভ কি লোকশান হবে, এখন এই সার কর যা থাকে ললাটে মন হিসাব কিতাব আদি তার সকলি তারার ভার তুমি কি মন বুঝরে ভাব সম্ভাবনা নাইক থাট, মনঃ ফলিতার্থ যাহা হবে তুমি কি তা দেখিতে পাবে তবে দেখ ওরে মন তুমি কিবল চিনির মুটে ॥ ২১৭ ॥

রাগিণী যোগিয়া বেহাগ। তাল ধ্রুপদ।

জয় জানকীজীবন রাজীবলোচন নবদূর্ব্বাদলশ্যামরাম রঘুকুল তিলকং রাক্ষসারি বলিনাশক, খরদুষণ জীবন ঘাতকং কুম্ভকর্ণাবিবিদিতদারকং প্রত্যক্ষ নাশ মোক্ষ দায়কং সদানন্দ দায়কং প্রলয় জলধি নীরে, কৈলে সেতু লঙ্কাপুরে, বিনাশিলে কত বীরে বিপক্ষ পক্ষে বাক্যং ॥ ২১৮ ॥

রাগিণী যোগিয়া বেহাগ। তাল কাওয়ালি।

এমা সারণো শিবে ভবদারা ভবভয় বারিণী তারিণীও ত্রাণ কারিণী, ত্রিগুণ ধারিণী ত্রিপুরারি মোহিনী। গণেশ-জনকী গিরিজা তারা ত্রিভুবন সারাৎসারা ত্বংহি দেবী পরাৎপরা নির্ব্বাণকারা নিরাকারা দুঃখহরা দুর্গঘাতিনী। কহে দ্বিজ হরচন্দ্র, ঘুচিয়ে মনের ধন্দ, ওচরণে মকরন্দ, পান কর শুনবাণী ॥ ২১৯ ॥

রাগিণী যোগিয়া বেহাগ। তাল আড়া।

দয়াময়ী এ মা দয়াময়ী কৃপাঅবলোকং কুরু কুমতি কুরীতি জনে ভজন বিহীনে দীনে। ব্রজে পূর্ণমাসি ব্রজনারী সঙ্গে লয়ে রাধাকৃষ্ণ লীলা রস যশ ভুলে ত্রিভুবনে। শঙ্কর সহিত বাদ লাগি কৃষ্ণের পরবাদ তব প্রতিজ্ঞা রাখিলে সমুদ্রের সনে। জগন্নাথ নাম ধরি, মোহ পরসাদ করি, ব-ধিলে লঙ্কেশ্বরে দশাননে। সীতা উদ্ধারিয়া হরি, বিভীষণে রাজা করি, সেই হেতু ত্রিজগতে পূজে তাঁর শ্রীচরণে ॥২২০

রাগিণী যোগিয়া বেহাগ। তাল ঠেকা।

আজ রণে কে এলো কাল হল আমার দনুজ কুলে। কুলবালা ষোড়শী বয়সী শিবে মগনা,২ শোভে এলোকেশী মুক্তকেশী পিযূষ কপালে। মুক্তকেশীর রণডঙ্কা, শুনিয়ে হইল শঙ্কা, প্রলয় কাল রূপিণী সঘের মহীতলে ॥ ২২১ ॥

রাগিণী যোগিয়া বেহাগ। তাল তিওট।

প্রাণ সজনি রজনী পোহায়ে যায় প্রাণবন্ধু রহিল

কোথায়। কাল কুটিল চিকণকালা জানে কত ছলা, বধিতে অবলা, না জানি কি সুখ পায়॥ সখি এতেক বসন্তকাল, তাহে তমালে কোকিল কাল, রবে হানিছে হৃদয়ে সাল, প্রাণ বধিবে কি অভিপ্রায়॥ ২২২॥

রাগিণী যোগিয়া। তাল আড়া।

এভব সংসারে সার কেবল কৃষ্ণ নাম। কালের হাত এড়াবে যদি জপ মুখে অবিশ্রাম। শিয়রে দাঁড়ায়ে শমন, করিবি যদি তারে দমন, চিন্ত চিন্তামণির চরণ পাবি ধর্ম্ম-মোক্ষ কাম। মিথ্যা চিন্তা কর অর্থ, ভেবে দেখ সব ব্যার্থ, ভাব পরমার্থ তত্ত্ব প্রাপ্ত হবে মোক্ষ ধাম॥ ২২৩॥

রাগিণী যোগিয়া বেহাগ। তাল জৎ।

ওরে কাল কোকিল কেন হান কুহুবাণ। তোর রবে নাহি রবে অবলারি দেহে প্রাণ॥ তুমি অতি নিরদয়, নারী বধে নাহি ভয়, বল কিবা সুখোদয়, গেলে অবলার মান। একেত মলয়া বায়, কুল শীল রাখা দায়, কত দিগে ধায়, ভরসা বঙ্কিম নয়ন॥ ২২৪॥

রাগিণী হাম্বির। তাল আড়া।

বল কায কি থেকে কালের ফাঁসে। শ্যামা মায়ের চরণ ভাব ওরে মন, হবে শমন দমন অনায়াসে॥ রেখে ভক্তি তারা মায়ের পদে, তরে যাবি ঘোর বিপদে, কেন মিছে মত্ত বিষয়মদে, কিছুইত পাবিনে শেষে॥ ২২৫॥

রাগিণী হাম্বির। তাল আড়া।

চাইলে সে পদ কোথায় পাবি। পড়ে শ্যামা মায়ের ঘোর মায়াতে কালের পথে আটকে যাবি॥ ভবের হাটে

পথ হারালে তখন কারে সুধাইবি। তখন সে কাল কষ্ট-কের বনে শঙ্কটেতে প্রাণ হারাবি ॥ ২২৬ ॥

রাগিণী হাম্বির। তাল আড়া।

যদি যাবে মন ভব নদী পারে ডাক দেখি শ্যামা মায়েরে। যুগল চরণ তরি, সহায় করি মনকে মাজির স্বরূপ করে ও মন রিপু ছয়জন করদমন নৈলে ঘটিবে বিপদ ঘোর পাথারে। আগে যুক্তি করে দেখ, শেষে সময় মিলবে নাক, তখন ঘোর তরঙ্গে ডুবিয়ে দেবে এই ছয়জনার যুক্তি করে ॥

রাগিণী হাম্বির। তাল মধ্যমান।

দিবা অবসান হল কি হবে সময় ঘনাল মন। সাধনমার্গ আছ ভুলে, কি জানি কি হয় কপালে, বুঝি কালের হাতে যেতে হল মন ॥ না ভজিলাম কালীপদ, কিসে হবে নিরাপদ, উপস্থিত যে বিপদ, কিসে ত্রাণ পাবে বল মন। যদি করি যজ্ঞ হোম, তাহে পদে পদে ব্যতিক্রম, ভবে এসে পরিশ্রম সকলি কি মিথ্যা হল মন ॥ ২২৮ ॥

রাগিণী হাম্বির। তাল মধ্যমান।

পর সঙ্গে প্রেম করে দিবা নিশি মরি ঝুরে সই। আমি করি আপন২, তার তেমন নহে যে মন, পর কিজানে পরের বেদন বল দেখি তাই সুধাই তোরে সই। তাহার পিরীতে ভুলে, কালি দিলাম কুল শীলে, সেত তাহা না বুঝিল প্রেম ভাঙ্গিলে একেবারে সই। পুরুষ কঠিন মর্ম্ম, না জানে পিরীতের ধর্ম্ম, তাই সখি দিবানিশি ভাবিসদা অন্তরে সই।

রাগিণী হাম্বির। তাল তিওট।

ভেবে দেখিছি মন সে যে আমার নয়। ত্যজেছি প্রাণ

তার আশায়। যখন প্রবাসে গেল সে প্রাণ সখিরে তখনি জেনেছি সে নিরদয়। আমি যত্ন করে মরি তারি তরে, সে ভাবে অন্তরে, এপাপ ত্যজিলে হয়। উভয়ের মন না হলে মিলন বল সই কেমন করিয়ে পিরীতি রয় ॥ ২৩০ ॥

রাগিণী আলিয়া। তাল জৎ।

সখী ঐ যে কদম্বমূলে ত্রিভঙ্গিমে বাঁকা আঁখি সজল জলদ রূপ নয়নেতে নিরখি। পরিধান পীতধড়া, তাহে গুঞ্জ ছড়া বেড়া, শিরেতে মোহন চুড়া, সুরঞ্জন দুটি আঁখি। মদনমোহন রূপ, অরূপ রসকূপ, ভুলে গেল মনকুপ, ওকে হৃদয় মাঝারে রাখি ॥ ২৩১ ॥

রাগিণী হাম্বির। তাল জৎ।

মধুপুরে যাবে যদি ওহে নাগর কানাই। তোমা বিনে বৃন্দাবনে কেমনে বাঁচিবে রাই ॥ ভেবে দেখ পূর্ব্বাপর, ওহে কানাই নটবর, তুমি রাধার প্রিয়বর, আর তাহার কেহ নাই। আমরা যত সখিগণ, জানি সব বিবরণ, তুমি প্যারির প্রাণধন, কৃষ্ণ প্রাণ ব্রজে রাই ॥ ২৩২ ॥

রাগিণী হাম্বির। তাল জৎ।

হায়রে বসন্ত তোমার এই কি ছিল মনে। কুলবালা সরলা বধিবি প্রাণে ॥ ধিক্‌রে তোমার মর্ম্ম, ধিক তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, ধিক তোমার ফুল ধনু ধিক সম্মোহন বাণে। ধিক তোমার হৃদয়নারী বধে নাহি ভয় দ্বিজ হরচন্দ্র কয় আমি হার মেনেছি মানে ॥ ২৩৩ ॥

রাগিণী সরফর্দ্দা। তাল আড়া।

আগ এমা পমর পরে ডার। টন আয়ছায়া ছলং উনা-

উমা। কামিমী আছে কার মন বাঞ্ছা কর নিনি এ বংশী আনাদোল আনা ঝামছ্যাল৩ না২ উ আনা ॥ ২৩৪ ॥

রাগিণী সরফর্দ্দা। তাল আড়া।

আগ এমা তারা ভবভীত কৃপয়া এহর যা২ না উ এয়। তারিণী মরি তার মম শ্রমদুর্‌কর দেহি মা কাতরে পদছায়া

রাগিণী সরফর্দ্দা। তাল আড়া।

কেবল সাধনে কি হয় উমার পদাশ্রয়। সে যে ব্রহ্মাদির আরাধ্য, নাহি যার আদ্য, ত্রিভুবন বাধ্য রহিয়াছে যে না যায় ॥ শুনি শনক সনন্দ, যে পদারবিন্দ মকরন্দ, পানে রয় তুমি কি করিবে অন্ত, ওরে মনভ্রান্ত, স্বয়ং লক্ষ্মীকান্ত অনন্ত কয় ॥ ২৩৬ ॥

রাগিণী সরফর্দ্দা। তাল আড়া।

ঐ যে কালী সম্মুখেতে শমন দাঁড়ায়ে। এবার নিস্তার তারা তোমার ভার। বল কেবা মম আছে আর অন্তিম সময়ে ওরে দুর্জ্জয় প্রচণ্ড হাতে, যম দণ্ড হৃদয় কম্পিত হয় হেরিয়ে আমি ডাকিতেছি তাই ওগো ব্রহ্মময়ী দুঃখ নাশ দুঃখহরা চরণ তরি দিয়ে ॥ ২৩৭ ॥

রাগিণী সরফর্দ্দা। তাল আড়া।

ভয় কি শমন তোরে আমার শ্যামা মা দাঁড়ায়ে কাছে। তুই আপন জোরে বাঁধবি মোরে এখন তোরে করিব দমন এমন উমায় মা দিয়াছে ॥ ২৩৮ ॥

রাগিণী সরফর্দ্দা। তাল তিওট।

প্রাণ সঁপিলাম যে ভাবে তায় প্রাণ সই। সে ভাব এখন স্বভাবেতে রইল কই ॥ আমি ভাবি জন্য ফিরি, সে করে

চাতুরী, প্রাণ সখিরে হেরে বিদরে হিয়ে। উহারে হেরিয়ে দেখনা চলেছে ঐবুঝি অন্য কোথা যাবে বোঝা গেছেভাবে প্রাণসখিরে তবে এসব কারণ ধৈর্য্য ধরে মন অধৈর্য্য হইয়ে রই। ওরে কঠিন স্বভাব নাহি রাখে ভাব প্রাণসখিরে চায়না ফিরে দেখনা ওরে আমি একথা বল দেখি কার কাছেতে কই ॥ ২৩৯ ॥

রাগিণী মঙ্গল। তাল আড়া।

ভয়ানক গভীর গরজে হৃদয়মাঝে আমার কি হেরিলাম স্বপনে। কত২ ভৈরব কত২ অরয়ে কত২ যোগিনীরে আর বার ফেরে শ্মশানে ॥ জয়া বিজয়াদি সঙ্গে বিহরিছে নানা রঙ্গে দেখি শীহরিল অঙ্গ আজ নিশি অবসানে ॥ ২৪০ ॥

রাগিণী মঙ্গল। তাল মধ্যমান।

কালকামিনী সমর করে ঐ। ও যে কালান্ত রূপিণী, অসুর দলনী, মহারাজ২ দেখে লাগে ভয় কত শত হয় নাশিতেছে হুহুঙ্কারে ঐ ॥ হেরি কালান্তের কাল, করেতে করাল মহারাজ২ চরণতলে কাল, শোভিতেছে ভাল, সঙ্গে উলঙ্গী যোগিনী ফেরে ঐ। হেরিভীষণ ভঙ্গিমা আঁখি আরক্তিমে মহারাজ২ বুঝি অসুরের কুল, করিবে নির্ম্মূল, দুর্জ্জয় অশী প্রহারে ঐ ॥ ২৪১ ॥

রাগিণী মঙ্গল। তাল ধ্রুপদ।

চলভক্ত বৃন্দাবন নন্দনন্দনে হেরিতে যদি বাঞ্ছা থাকে। অবতীর্ণ পূর্ণব্রহ্ম সুরপতি পশুপতি আদি চিন্তে যাকে। যারে চিন্তে চিন্তামণি, সহস্রাক্ষ যক্ষ রক্ষ ঋক্ষপতি দক্ষ, করে বর্ণধর্ম্ম অর্থকাম মোক্ষ পৃথক পলকে। কোটি কল্প

বাসি ভাবিলে যার আদ্য অন্ত, না মেলে তার, মুনি ঋষি আদি ধেয়ানেতে তাহার নিরাহারে মত্ত পাইবারপাকে ॥ ২৪২

রাগিণী মঙ্গল। তাল আড়া।

জগত জননীতারা জীবন রূপিণী। শিব শির নিবাসিনী সুর সৈবলিনী॥ পতিতপাবনী তারা, ত্রিভুবন সারাৎসারা তুমি গো মা পরব্রহ্ম ভাণ্ড জননী। হলে দেহ শবকায়, অনায়াসে ত্যজে মায়, তুমি গো না ত্যজ তায়, পূর্ব্বাপর এই জানি। বন্ধুবর্গ আদি করে, স্নান করি যাব ঘরে, তুমি কোলে কর তারে, ওগো কুলকুণ্ডলিনী। হরচন্দ্র কেঁদে বলে, মম দেহ অন্তকালে, ভাসে যেন তব জলে, এই কর গো তারিণী

রাগিণী মঙ্গল। তাল কাওয়ালী।

শঙ্করী শঙ্কর জায়া কর দয়া দীন হীনে। ত্রিভুবনে এ দীনের কেআছে আর তোমা বিনে। গতিস্তংমতিস্তং মাতা ত্বংহি ব্রহ্মা বিষ্ণু ধাতা, অজিতে অপরাজিতে, মহিমা বেদে বাখানে। ভয়হন্তি ভগবতী, ত্বংহি সর্ব্ব ঘটে স্থিতি, সর্ব্বমতি সদা স্থিতি সর্ব্ব স্থানে। ত্বংহি কলুষ নাশিনী, যমদণ্ড নিবারিণী, ত্বংহি শিব সৈবলিনী স্ব পর বিনাশিনী॥ ২৪৪॥

রাগিণী মঙ্গল। তাল কাওয়ালী।

প্রাণসখা দিয়ে দেখা প্রাণ রাখ এ সময়ে। তোমাবিনে আছে প্রাণ কেবল পথ নিরখিয়ে। যে জন প্রাণের প্রাণ, তাহা বিনে যায় প্রাণ, এতক্ষণ আছে কেন বল আর কার লাগিয়ে। শ্বাসগত প্রায় গত, প্রাণনাথ অনাগত, আর সহে রহে কত আশাপথ নিরক্ষিয়ে॥ ২৪৫॥

রাগিণী মঙ্গল। তাল আড়া।

যায় যাবে প্রাণ যাবে তবু তারে না হেরিব। জাহ্নবী জীবনে গিয়ে বরং জীবন জুড়াইব॥ সে জীবনে এ জীবনে, মিশাইব এক স্থানে তবু ফিরে তার পানে কখন না নিরখিব॥ ২৪৬ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল আড়া।

পাইয়ে বিরহ ছল কেন বাদ সাধিছে। সই পিরীতের উদ্দীপন, যারা করিত তখন, এখন তার করিছে। কি আপন কিবা পর, সবে হইবে সোসর, হউক গো আমার প্রাণে সহিছে। কাহারে কি দিব দোষ, ঐ খেদে হয় রোষ, বিরহে প্রাণ দহিছে। শশীক্ষরে খরতর, নলিনী অনলধর, সৌগন্ধি কুসুম শর হানিছে। অলি করে গুণ গুণ, তাতে কোকিল দারুণ, সদা কুহু কথা কহিছে॥ ২৪৭ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ধ্রুপদ।

জয় বিরুপাক্ষ বিশ্ববীজ যোগেশ্বর। জগদীশ্বর পরাৎপর পরিধান বাঘাম্বর; শ্মশানে মশানে ফের পার্ব্বতীশ কাশীশ্বর। ত্রিপুরারি ত্রিলোচন ত্বংহি বিশ্বাদিকারণ কৃপাঙ্কুরু বিপথ গগণ হুঙ্কারে ওহে হর। সর্ব্বদা ফিরিছ রঙ্গে, বিভূতি ভূষিত অঙ্গে, নন্দী ভৃঙ্গি আদি সঙ্গে প্রেতভূত বহুতর॥ ২৪৮ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল আড়া।

আমি যে তাহারে না দেখিলে মরি যাইব না এখন। দেখি আগে আমার প্রতি তাহার আছে কিনা মন। যদি আপনার ভাবে, আমারে তাই ভাবিতে হবে; নইলে

পিরীত ভেঙ্গে যাবে রহিবে না করিলে যতন। পুরুষ পরশ প্রায়, অন্য দিগে নাহি যায়, যেন মন বোঝে না তায়, সদাই হয় অন্য মন॥ ২৪৯॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল আড়া।

ভালত আছরে প্রাণ আমারে ত্যজিয়ে। পূর্ব্ব প্রেম করে শূন্য অন্য প্রেমে মজিয়ে। আমারত প্রেম ভাঙ্গা সদা, কাহারে না রাখি আশা, অতএব হয়েছি নিরাশা, মনে২ বুঝিয়ে। প্রেম করে নাহি সুখ, বরং উপজয়ে দুঃখ, যদি বিধি বিমুখ যদি অনায়াসে যায় ভাঙ্গিয়ে॥ ২৫০॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল মধ্যমান।

বাঁশী ঐ বাজিল সই, মিজল২ অবলার কুল মজিল সই কিমোহিনী দেয় বাঁশী, গলে দেয় প্রেমফাঁসি, অবলার কুল নাশি গেল ওলো সই। গহন বিপিন মাঝে, যখন রাধা বলে বাজে, অম্নি পাগলিনী সাজিয়ে ছুটিল সই। যখন থাকি বৃন্দাবনে, গুরুজনার মধ্যখানে, বাঁশী রব কর্ণে শুনে এ খাইল সই॥ ২৫১॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল খয়রা।

জয় নন্দনন্দন মদনমোহন নবীন জলদ বরণ। নীল-পদ্ম জিনি যুগল চরণ, গোপীগণ মদনমোহন, রস বৃন্দাবন রঞ্জন॥ পুতনা বক নাশন করণ, গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ, সুর যজ্ঞ বিনাশন, কংসাসুর নিপাতন কারণ॥ ২৫২॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল আড়খেম্‌টা।

কইগো সখি রাধার সখা ভঙ্গি বাঁকা মনচোর। তারে বাঁধরে দিয়ে প্রেমডোর। ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, বেড়ায় ননী

চুরি করে, এইবার শিখাব তারে, ধরে লব করে জোর। নন্দরাণী বাদী হবে, তার কথা বা কে শুনিবে, ঘরে লয়ে সে মাধবে করিব আজ রজনী ভোর ॥ ২৫৩ ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল আড়া।

তোমায় ডাকিব না আর জেনেছি২ কালি করুণা তোমার কালের হাতে সঁপে দিয়ে। রয়েছ নিশ্চিন্ত হয়ে, এ কেমন গো হরপ্রিয়ে, চরিত্র আবার। জননী কঠিন যার, সন্তানে কি করে তার, পালন করিতে ভার, আর অধিকার। জগত জননী হয়ে, এমন কঠিন হিয়ে, হে গো মা প ষাণের মেয়ে, এই কি বুঝেছ সার। দ্বিজ হরচন্দ্র বলে, ও রাঙ্গাচরণ তলে, যদি তারা ফেলে ঠেলে কেবল করে নিস্তার ॥ ২৫৪ ॥

রাগিণী কেদার। তাল তিওট।

ছরদৌ উজিয়ারি নিকেলাগি নিকছে কুঞ্জ তাঠাড়ি বরণা২ ফুলেকে যাভুক নছদ্যাঃ ভিজ্ঞ রাজ্জে এতেরস ভারে পিড় প্ররেরি যে গয়তে হেকে দারারাজ্জে, আলি ভগবানে উরে তেনামান্যা কচুবজনি দরাজ্জে ॥ ২৫৫ ॥

রাগিণী কেদার। তাল আড়া।

কাল হারালেন কালের বশে। কি হবে মা মা অবশেষে তখন কারে ডাকব তারা শমন এসে ধরলে কেশে। পুরাণে শুনেছি আমি, পতিত পাবনী তুমি, এবার তোমার ভার তারা যেন বিপক্ষেতে নাহি আসে। আমি গতি মতি হীন কুমতি কুরীতি কেবল মাত্র আছি কালি অভয় চরণ পাবার আশে ॥ ২৫৬ ॥

রাগিণী কেদার। তাল জৎ।

দাঁড়ারে ও শমন দূরে মারে ডাকি বদন ভরে। একবার কালি নাম করি অন্তকালে অন্তরে। মহামায়ার মায়াবশে, কাল কাটালেম অনায়াসে, এখন বল তরিব কিসে, এই ভাবনা সদাই মোরে। যদি পাই সে অভয় চরণ, তবে তোরে ভয় করিনে শমন, অনায়াসে হবে তারণ, যাব ভবসিন্ধু পারে ॥ ২৫৭ ॥

রাগিণী বারোয়াঁ। তাল জৎ।

শোন তোরে মন শোন তরে। ভ্রান্ত নিতান্ত দিন বয়ে যায় রে। এরে এসে কি করিলি, পরমার্থ খোয়াইলি, শ্রীনাথ দত্ত পাসরিলি কি বলিবি রাঙ্গা পায় রে ॥ ২৫৮ ॥

রাগিণী বারোয়াঁ। তাল জৎ।

জনী জাগরে জননী বলিয়ে। নিদ্রাতে কি আছে ফল মহানিদ্রা নিকট হল তখনি ঘুমাইও তুমি মনসাধ মিটায়ে ॥ ২৫৯ ॥

রাগিণী বারোয়াঁ। তাল জৎ।

কি চিন্তা মরণে রণে যার অনন্ত রূপিণী। শ্যামা জাগিতেছে মনে, হয় মৃত্যু হউক হবে শব হয়ে রব তবে থাকিব শ্মশানে আমি না ছোঁর শমনে। আমি কালির চর তাতে নাহি করি ডর আমি যে কালির দাস, যম তা জানে ॥ ২৬০ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল কাশ্মীর।

এমন দিন কি হবে তারা ও বলে। জুনয়নে পড়িবে

ধারা হৃদিপদ্ম উঠিবে ফেটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে, ধরাতলে ললে হর তারা বলে ॥ ২৬১ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল খয়রা।

রণে নেঙ্গটা মেয়ে কে, কত রঙ্গ করে রণে নাচে। পর ছেলের মুণ্ড কেটে, অভরণ পরেছে এটে, চরণে এক শিশু জটে, পড়ে রয়েছে। দম্ফে পলায় দানবদল, ক্ষিতি করে টল টল,সুধাপানে ঢলঢল,ঢলেপড়িছে। ডাকিনী যোগিনীগণে, হান২ করে রণে, দ্বিজরূপ নারায়ণে ভয়েকাঁপিছে ॥ ২৬২ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

উদয় ভূতলে একি অপরূপ শশী। সুধা ক্ষরিতেছে মৃদু২ হাসি শশধর শোভা করে নিশিতে প্রকাশি। ইহার কিরণ দেখ সম দিবানিশি ॥ ২৬৩ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জৎ।

তারা২ বলে সারা হলেম ধনে প্রাণে। দেখি২ আর বা কি করেন কালি নিদানে ॥ ডুবেছি কি ডুবাতে আছে গিয়েছে কি না যাইব, জীবন থাকিতে নাম না ছাড়িব বদনে ॥ ২৬৪ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জৎ।

রঙ্গময়ী শ্যামা আমার তুমি কত রঙ্গে ফের। তোমার রঙ্গ না বুঝিয়ে পাগল হল মহেশ্বর। নাম ধর পূর্ণমাশী, ব্রজের কৃষ্ণ হলে আসি, বাজাইয়ে মোহনবাঁশী, রাধায় উদাসী কর ॥ ২৬৫ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

আর আমারে কেন কর জ্বালাতন। এমন দরশন হতে

ভাল অদরশন। যেমন তোমারে আমি করেছি সাধন, তাহার উচিত ফল দিলে হে এখন ॥ ২৬৬ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

হল আমার যত কর যে যতন। তায় সখি দিবানিশি দেহ মম মন ॥ তোমার গুণের কথা অকথ্য কথন। তথাপি হৃদয় মম সজল নয়ন ॥ ২৬৭ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

কে দিল এ প্রেমবনে বিচ্ছেদের আগুণ। জ্বলিতেছে দিবানিশি প্রথমেতে দ্বিগুণ। আশারূপ বাসা ছিল, অনলে দাহন হল, উভয়েরি মনপাখি পুড়ে হল খুন। নয়নেরি যত বারি, দিতেছি সেচন করি, সে বারি দ্বিগুণ হয়ে ধরে যত গুণ ॥ ২৬৮ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

কত ভাল বাসি তোমায় কেমনে বুঝব। যতক্ষণ নাহি দেখি রোদন করয়ে আঁখি হেরিলে কি নিধি পাই কোথায় রাখিব ॥ ২৬৯ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

কেশে ফণিময় প্রাণমণি এক মুখ এক ফণি হাতে মণি পর ভার দেখ কেশের করহ ঘন দেখ ও বিধুবদন। আমার ও বচন দানে দিয়ে প্রাণ ॥ ২৭০ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জৎ।

করিলাম খোঁজ তল্লাসি। আমি বেদাগমে পুরাণে কত আগম পুরাণ বেদ আমি নিত্য দিবা নিশি। মহাল কালী রাধাকৃষ্ণ সকল আমার এলোকেশী। হররূপে ধর শিঙ্গে

কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী। ভৈরব ভৈরবী সঙ্গে শিশু সঙ্গে একবয়সী। শ্মশান বাসি নিবাসী অযোধ্যা গোলোক নিবাসী। আমার মন বুঝেছ প্রাণ বোঝে না বামন হয়ে ধরিব শশী॥ ২৭১॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল জৎ।

শ্যামা শ্যাম শিব রাম ঐ নাম আমি ভালবাসি। ভুলনা মন আমার ঐ নাম আমি ভালবাসি। শ্যামার ধাম কৈলাসে শ্যাম বৃন্দাবনবাসি। রামের হাতে ধনুর্ব্বাণ শ্যামা মায়ের হাতে অসি। রামের মাথায় জটা শ্যামের মাথায় চূড়া শ্যামা এলকেশী। শিবের মাথায় জটাভার তাহে গঙ্গা অভিলাষী। সত্যযুগে চতুর্ভুজ ত্রেতাযুগে বনবাসি। দ্বাপরেতে গোপী তরে হইলে সন্ন্যাসী॥ ২৭২॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল ঠেকা।

যদি তার সনে বিচ্ছেদ হল। কি সাধে বিষাদে মোর জীবন রহিল। পাইয়ে বহু যতন, বিধি মিলালে রতন, সে যে অতি নিদারুণ, তবে বেঁচে কি ফল॥ ২৭৩॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

মনে রহিল রে পিরীতি বিচ্ছেদের এই নিশানা। কুল গেল কলঙ্ক হলো তবু শ্যামকে পেলেম না। যাবৎ বাঁচিব তাবৎ ঘুষিব জীবন থাকিতে যাবেনা এ যাতনা॥ ২৭৪॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল খয়রা।

পড়ে তোর পিরীতে কমলিনী হল আমার অপমান। আমি যেখানে সেখানে যাই, তোর কলঙ্ক শুন্তে পাই, সরমে মরিয়ে যাই, বুকফেটে মরিয়ে যাই॥ ২৭৫॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

কম্পিত কলেবর তনু হলো গো আমার। অবলম্ব ভ্রুভঙ্গ যদি মা কর নিস্তার। সাধনে বিরত মন কিসে পাব ওচরণ ভক্তিহীন এ জীবন, নিজগুণে কর মা পার। পার হব মা আশা করি এ আশা নৈরাশা হলে কলঙ্ক হইবে তোমার ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

আরে আমারে বল কি শ্যামের নয়নবাণে মরে রয়েছি যাইতে যমুনার জলে, সে কালা কদম্বতলে, আঁখিঠেরে বলে আমার গলে মালা দি ॥ ২৭৭ ॥

রাগিণী ঝিঝিট। তাল আড়া।

দয়াময়ী তার আমারে। কহিতে আমার দুঃখ পাষাণ বিদরে। বল আমি কি করিব, মনোদুঃখ কারে কব, কেমনে নিস্তার পাব; এ ভবসংসারে। যদি মা নয়নে হের, ব্রহ্মপদ দিতে পার, কিঞ্চিৎ করুণা কর, কাতর কিঙ্করে। ত্রৈলোক্য তারিণী তারা, মহাদেব মনোহরা, আর বেনে তারা হারা করনা দীনেরে ॥ ২৭৮ ॥

রাগিণী গারাভৈরবী। তাল খয়রা।

বড়ধুম লেগেছেরে কালের কাছারীতে। পাতিয়া শ্রবণ, শুন ওরে মন, কালের ডঙ্কা বাজিছে। মালদেওয়ানী নাইক সেথা, স্থুদুই ফৌজদারীর কথা, কি সওয়াল করিব সেথা, ঘরের ভেদি রয়েছে। নরচন্দ্র এই কয়, যেন দুর্গানামে জয়, দেখ হয় নয় শিবের কাছারি রয়েছে ॥ ২৭৯ ॥

রাগিণী গারাভৈরবী। তাল খয়রা।

চল যাই কায নাই তারার তালুকে রে। কখন আছি

খন নাই, এ তালুকের মুখেছাই, পঞ্চজনায় জামিন দিয়ে এসেছ বয়নামা লয়ে, ভুলে বিষয় পেয়ে, শেষেতে পাবি সাজাই। ষড়রিপু জ্যেষ্ঠ যে কাননগুই হয়েছে সে হস্তবোধে জব্দ করে ফিরিয়াছে সদাই। ক্রোধ হল পট্টয়ারি লোহ্ মোহ মোহকারি খাজাঞ্চি হয়েছে মদ, মাৎশর্য্য এই দুটি ভাই। দস্তখৎ করেছ যেথা, নিকাশ দিতে হবে সেথা, ইর-সালে শূন্য তথা, বাকি কি দেখিতে পাব। তখন তোমার তসিল হবে সঙ্গে সবে পলাইবে, তখন কার দোহাই দিবে, আমার মা বিনে গতি নাই। ভেবেছ রাখিব বাকি, বাকি রেখে দেখাব ফাঁকি, উপরে ফাঁকি, রয়েছে সসমাই। সেত নীলাম করে নেবে রে নরচন্দ্র কথা লয়ে, পাপমহলে ইস্তবা দিয়ে, দুজনে বিরলে গিয়ে, গুণময়ীর গুণ গাই॥ ২৮০॥

রাগিণী গারাভৈরবী। তাল পোস্তা।

নাস্তেছে আনন্দ ভরে, মনমোহিনী কে সমরে, রণ বি-লাসী মুক্তকেশী, মুচ্‌কে হাসে অন্তরে। বিবাদিনী ব্রহ্মময়ী লয় অন্তরে। তা নৈলে কেন ত্রিপুরারী হৃদয়মাঝে চরণ ধরে মুক্তকেশী দিগবিলাসী শুধাংশু শিবে কেরে বামা নিরূপমা মানস মলিন হরে॥ ২৮১॥

রাগিণী গারাভৈরবী। তাল পোস্তা।

কে সমর করেছে আলো চিনিবে কার কুলবালা। শো-ণিতে ডুড়িত অঙ্গ আর তাহে শোভিছে বামার অধরে রুধির ধারা গলে দোলে জবার মালা॥ ২৮২॥

রাগিণী গারাভৈরবী। তাল পোস্তা।

কত রঙ্গ জান শ্যামা ওগো হরের মনমোহিনী। যাঁর

অনন্ত না পায় অন্ত তুমি ব্রহ্মসনাতনী। নরশির হার ভু, হৃদয়ে ধারণ তবু, রামচন্দ্র হৃদয় মাঝে নাস্তেছে মা উলাঙ্গিনী ।। ২৮৩ ।।

রাগিগী গারাভৈরবী। তাল আড়া।

হৃদকমলে মঞ্চদোলে করালবদনী। মনপবনে দোলাইছে দিবস রজনী। আবির রুধির গায় কি শোভা হয়েছে তায়, কাম আদি মোহ যায়, অপাঙ্গে অমনি। যে দেখেছে রামের দোল, সে ছেড়েছে মায়ের কোল, রামপ্রসাদ বলে এই ঢোল মারা বাণী ।। ২৮৪ ।।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

মরিলে নাথেরে যেন পাই তা করিও। পঞ্চভূত স্থানে স্থানে, রহিয়াছে যে যেখানে, সেই খানে রাখিও। যে জলে সে বেহারি যে সজল সে জল দিবে আমার পবন লয়ে সময়ে রাখিও। যে পথে গমন তার, পৃথিবীর ভার্গ যার, কালেতে মিশাইও ।। ২৮৫ ।।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

গৌরী গঙ্গারি পিতা গণেশজননী। গয়া গঙ্গা গোদাবরি গিরিশ রমণী। গোপবধূ গোপবালা গোপপালিনী। বৃন্দাবনে ব্রজসুতা, হৈলে গো জগতমাতা, আপনায় আপনি বর দিলে কাত্যায়নী ।। ২৮৬ ।।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

কলঙ্ক রটালে কেন শ্যাম, ওহে তুমি অনেকেরি প্রাণ। রাজার নন্দিনী কত সহে অপমান। মরে পরে জানাইলে,

গুরুজনায় হাসাইলে, মাঠে ঘাটে রাধা বলে কর বাঁশীর গান ।। ২৮৭ ।।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

রজনী পোহায়ে গেল সই। ওই দেখ মনোদুঃখে রই। বিভাবরী গত হলো প্রাণনাথ এলো কই। রজনী পোহায়ে গেল অরুণ উদয় হলো ওই ।। ২৮৮ ।।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

একি অপরূপ রূপ করেছ তুমি ধারণ। মনোহর রূপে মন করিতেছ হরণ। পাষাণে তার হৃদি গঠন করেছে বিধি তাই ভাবি নিরবধি, কমল এত কঠিন ।। ২৮৯ ।।

রাগিণী ললিত। তাল মধ্যমান।

ঐ শুন গো সই সারিশুকের গান নিশি অবসান। অরুণ উদয় হৈল, সুকমল প্রকাশিল, নলিনীর সখা শশী স্বস্থানে কৈল প্রস্থান। তিমির অমির তাতে, কুমুদিনী মুদিতে না হেরিয়ে প্রাণনাথে, আকুল হইল প্রাণ ।। ২৯০ ।।

রাগিণী বিভাষ। তাল আড়া।

কেন আজ নিশি পোহাল। মৃত্যুঞ্জয় আসি প্রাণগৌরী লয়ে গেল। কি করি হে গিরিবর, প্রাণ মম নহে স্থির, উমা প্রাণ শরবর হিমালয় ত্যজিল ।। ২৯১ ।।

রাগিণী বিভাষ। তাল জৎ।

এসো প্রাণ উমা প্রাণ নন্দিনী। সম্বৎসর আর তোমায় না হেরিব গো জননী। জামাতা এসেছেন নিতে, তোমারে গো হল যেতে, কেমনে পারি রাখিতে, ওগো হর মনমোহিনী ।। ২৯২ ।।

রাগিণী বিভাষ। তাল আড়া।

যাও যাও ওহে গিরি উমারে রাখিতে। দেখ যেন দুঃখ উমা নাহি পান কোন মতে। জামতারে বুঝাইয়ে, ভাল করে বলে কয়ে, উমা মাকে সঁপে দিয়ে, আসিবে আপনি নিতে॥ ২৯৩॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

তবে তোমার ভরসা তারা আর কে করে। যদি আমার করম ফল ফলিবে আমারে। আমি যদি ইচ্ছাময় যা করি মা তাই হয়, তবে জীবের এ যন্ত্রণা ঘটাতেম তোমারে। কেলে মা বলে তোকে,তুমি বিশ্ব ব্যাপিকে, সকল তোমারে লিপ্ত পাপ পুণ্য আদি করে॥ ২৯৪॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল ধামাল।

তোমার কমল নয়ন দেখি। কোথা পেয়েছিলে ও সুধা মুখি। হেন নয়ন, দেখিয়া কখন, পলকেতে প্রাণ মোরে থাকি। হেরিয়ে অস্থির হয়, ক্ষণেক সুস্থির নয়, খঞ্জন খঞ্জনী পাখী॥ ২৯৫॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল ধামাল।

প্রিয়ে চাহিয়ে চিত্ত হরিলে হেন নয়ন কোথা পাইলে। সুধা সহিত হলাহল অমৃত কে তোরে আনিয়ে দিলে। হেরিরে তব নয়ন, প্রাণ মন উচাটন, ক্ষণেক অস্থির হলে॥ ২৯৬॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল ধামাল।

একে জ্বালায় জ্বলিয়ে মরি। তাহে বাজে শ্যামের বাঁশরী। একে নারী অবলা,তাহে কুলবালা,ধৈরজ ধরিতে

নারি। তাহে বাজে শ্যামের বাঁশরী। বাঁশীর মধুর রবে, কুল শীল নাহি রবে, বল সখী কি হইবে, আমি নারী রইতে নারি ॥ ২৯৭ ॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

ভালত পিরীতি যতনে রাখিলে। পাইয়ে পরের প্রাণ অপমান করিলে। পরের পরধন, না করে যতন, হইল কলি বুঝি মজিলে। ছল করিয়ে ফল হয়েছিলে ও জন পিরীত যাতনা জানাইলে। এমন পিরীত পাশে, মজিলাম ও সই এ রসে, এ চাতরী কে তোমারে শিখালে ॥ ২৯৮ ॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

যদি ভবনদী পার যাবার থাকে বাসনা। শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণে কালী ভেদ করোনা। অসীধারি, বংশীধারী, পিতাম্বর দিগম্বরী, দ্বিভুজ মুরলি ধারী লোলরসনা। যদি কেহ ভিন্ন ভাবে, তার ত্রাণ নাহি ভবে, যথার্থ প্রমাণ ইহা, পুরাণে আছে বর্ণনা ॥ ২৯৯ ॥

রাগিণী জঙ্গলা। তাল খেমটা।

আমার মন গিয়েছে ছড়িয়ে হলো কুড়িয়ে আনা ভার। কলিকাতা ঢাকা সহর, দিল্লি লাহর, মুরসুদাবাদ কোচবেহার। দিল্লি গেলে লাড্ডু খেতে চায়, এথা কব কায়, খেলে পরে পস্তে মরে না খেলে পস্তায় নিমাই বলে অনুরাগে রাঙ্গাচরণ করিব সার ॥ ৩০০ ॥

গায়ন হৃদকুমদ সমাপ্তঃ।
